www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

অরিন্দম আচার্য্যর ধারাবাহিক এরা কি ডাক্তার! ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ১৩ ফাল্গুন – ১৯ ফাল্গুন, ১৪২৩ ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি – ৩ মার্চ, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 19, 25 February - 3 March, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি পেতে হলে এবার থেকে

আধার থাকতেই হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের যাদের আধার কার্ড নেই তাদের আগামী ৩০ জুনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। যতক্ষণ না নম্বর আসছে এনরোলমেন্ট স্লিপে কাজ চলবে।

রবিবার : টেট নিয়ে জেলায় বিক্ষোভ অব্যাহত। শিক্ষক

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে পথে নেমেছে বিরোধী দলগুলি। সরকার অবশ্য স্বচ্ছতার দাবি করে পাত্তা দিতে চাইছে না বিক্ষোভকে।

সোমবার : টাকার লোভে বিদেশের ক্ষতিকর বর্জ্য ভারতে জমা হচ্ছে। সমূহ ক্ষতি দেশবাসীর। অথচ সরকার

নির্বিকার। সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়ে কড়া সমালোচনা করল কেন্দ্রের। কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা হলফনামা দিয়ে কেন্দ্রকে জানাতে হবে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে।

মঙ্গলবার : আরও তিনটি পুলিশ জেলা হচ্ছে রাজ্যে। সবকটিই দক্ষিণ

২৪ পরগনায়। কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার ও বারুইপুরে এবার থেকে পুলিশ সুপারই সর্বোচ্চ পদ। এর আগে ঝাড়গ্রামকে প্রথম পুলিশ জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

বুধবার : পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস এক ব্যবসায়ীর

কাছ থেকে ৯১ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখার হাতে।

বৃহস্পতিবার : সাধারণ মানুষের পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ সামাল দিতে

এবার বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের ডেকে নিয়ে চাঁচাছোলা ভাষায় সমালোচনা করলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন এদের সবক শেখাতে তৈরি হচ্ছে কমিশন।

শুক্রবার : সাইবার সন্ত্রাস ঠেকাতে এবার উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির উপর

নির্ভর করবে লালবাজারের স্পেশাল টাস্কফোর্স। প্রচারের সঙ্গে চলবে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাইবার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

অশুভ চাকে ঢিল মেরেছেন মমতা

ওঁকার মিত্র

কলকাতা ও তার আশেপাশে গড়ে ওঠা ঝাঁ চকচকে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির জন্মবৃত্তান্ত খোঁজ নিলে জানা যায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের নানা বদান্যতার কাহিনী। এই বদান্যতা এরা আদায় করেছিল সেবামূলক নানা প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। আজ তারাই মানুষের কাছে সাক্ষাৎ আতঙ্ক। আর এইসব আতঙ্কাগারে যারা চিকিৎসা করছেন তারা জনগণের টাকায় ডিগ্রি পেয়ে অবতীর্ণ জল্লাদের ভূমিকায়। এই দুই সুবিধাভোগী গোষ্ঠী মানুষের দুর্বলতা ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রতিদিন প্রতারণা করে চলেছেন অগণিত মানুষকে। এদের শিকার ধনী থেকে গরিব, নামী থেকে অনামী সবাই। অবস্থা এমন এক চরম সীমায় পৌঁছেছে যে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ না করে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বাম জমানায় এই সব হাতপাতাল এবং তাকে ঘিরে ডাক্তারদের রমরমা শুরু হলেও কেউ কোনও দিন এগিয়ে আসেননি মানুষের পাশে দাঁড়াতে। মানুষ যখন এদের প্রতারণাকে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে তখনই পরিত্রাতার ভূমিকায় নিজেকে মেলে ধরলেন মমতা। এখানেই তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা। প্রশাসক হয়েও সাধারণের বন্ধু।

ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে চলেছেন স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল ফেরাতে। চেহারা বদলে দিয়েছেন সরকারি হাসপাতালগুলির। যথাসম্ভব চেষ্টা করছেন মানুষের স্বাস্থ্য যন্ত্রণা কমাতে। পাশাপাশি তাঁর সমীক্ষা বলছে, বঙ্গবাসীর স্বাস্থ্যের উপর চেপে বসা বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবসা লাগামহীন ভাবে যে বাড়ছে তা তিনি নজর রাখছেন। তবে এটা অনস্বীকার্য যে এখনও সরকারি হাসপাতালের উপর আস্থাহীনতাই বেসরকারি এই স্বাস্থ্য ব্যবসার সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই তো চিকিৎসায় গাফিলতি, অহেতুক টেস্টের বোঝা চাপানো, জোর করে বিল বাড়ানো সত্ত্বেও এরা পার পেয়ে যাচ্ছে। মমতা যেভাবে টাউন হলে ডেকে নাম করে করে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে তুলোধনা করেছেন তাতে মানুষের গায়ের জ্বালায় কিছুটা ঠান্ডা বাতাস বয়েছে মাত্র। মিটবে মমতার ব্যবস্থা কার্যকরী হলে।

জনগণের টাকায় খেয়ে-পরে ডিগ্রি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তাররা ইদানিং আরও এক কীর্তির অধিকারি হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এক সমীক্ষা বলছে, এ রাজ্যে প্রসবকালীন সিজারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে ডাক্তাররা স্বাভাবিক প্রসবের পরামর্শ দেন সেখানে এ রাজ্যের অর্থলোলুপ চিকিৎসকের দল অবাধে সিজারের পক্ষপাতী। ভুক্তভোগী সবাই বলছেন মুখ্যমন্ত্রী তৎপর হয়ে এইসব চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। তবে সরকার কি আদৌ এ ব্যাপারে তৎপর হতে পারবে।

এখানেই মানুষের দ্বিধা কাটছে না। অনেকে ঘোর আশাবাদী হলেও বেশিরভাগেরই মত মমতা যতই বলুন, এদের হাত অনেক লম্বা। শেষ পর্যন্ত সবই চুপচাপ হয়ে যাবে। ভুক্তভোগী অনেকেরই আবার প্রশ্ন যে কমিশন গঠনের কথা মমতা বলছেন তার সদস্যরাই শেষ পর্যন্ত চাঁদির জুতোয় জনগণের শত্রু হয়ে উঠবেন না তো? রাজ্যে অনেক কমিশন, বোর্ড তো আছে তারা অনেকটা ঠুঁটো জগন্নাথের মতো। ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো ক্ষমতাহীন। তবে সকলের অভিমত মানুষকে এই প্রতারণার হাত থেকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র মমতাই। অন্য কাউকে দিয়ে একাজ সম্ভব নয়।

বৈঠকের পরদিন বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে ঘুরে দেখা গেল কোথায় যেন একটা তাল কেটেছে তাদের। রোগীর সঙ্গে ব্যবহারেও যেন কিছুটা বদল এসেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক কর্মী বলছেন এটা আরও আগে হওয়া দরকার ছিল। মালিকের অর্থ লোভের জন্য ক্ষোভের শিকার হতে হয় আমাদের। তাদের দাবি মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত ব্যবস্থা নিন। পরিস্থিতি তবেই বদলাবে।

স্নায়ুর চাপ বাড়ছে সরকারি হাসপাতালেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেসরকারি হাসপাতালগুলি মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর তুলোধনায় চাপ বেড়েছে সরকারি হাসপাতালগুলিকেও। এইসব সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিলের চাপ না থাকলেও চিকিৎসকদের প্রতারণা এখানেও আছে। টেস্টের নামে কমিশন খাওয়া, পেসমেকার স্টেন্ট সরবরাহে কাট মানি আদায় এখানেও চলে চিকিৎসার নামে। এমনকি কম দামের ওষুধে কাজ না হওয়ার ভয়ও দেখান অনেকে। তেমন শিকার পেলে তাদের টেনে নিজের নার্সিং হোম বা বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও চলছে প্রতিদিন। সঙ্গে আছে সরকারি হাসপাতালের দালাল চক্র।

ফলে সরকারি হাসপাতালের দুর্নীতি-অনিয়ম বেসরকারি শাসনের অন্তরায় হয়ে উঠবে একথা মানছেন সরকারি কর্তারাও। মানুষেরও দাবি সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা না বদলালে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবসায় লাগাম পড়ান বেশ কষ্টসাধ্য। সরকারি হাসপাতালের কর্তারা বিলক্ষণ বুঝছেন এবার চাপ তাদের উপরও বাড়বে। তৈরি হচ্ছেন তারাও।

অ্যাসিড যন্ত্রণা সঙ্গে করে মাধ্যমিকে গোলাপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ডহারবার : পনের দিনও হয়নি। অ্যাসিড হামলা হয়েছে তার ওপর। কিন্তু জেদের কাছে হার মানল সব প্রতিবন্ধকতা। বুধবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসল অ্যাসিড আক্রান্ত গোলাপি খাতুন। উস্থির কেয়াকনা গ্রামের বাসিন্দা গোলাপি। বড়ত উত্তর কুসুম হাইস্কুলে। পরীক্ষার সিট পড়েছে

বাড়ি থেকে ৫ কিমি দূরে কেঁশিলি এমদাদিয়া হাইস্কুলে। গোলাপির জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে।

গোলাপির বাবা আতিয়ার রহমান লস্কর পেশায় দর্জি। অভাবের সংসার। গোলাপিরা ৩ বোন। সে সবার ছোট। একমাত্র দাদা সাইফুল লস্করও অন্ধ্রপ্রদেশে দর্জির কাজ করেন। প্রতিবেশী যুবক হাফিজুল লস্কর বারে বারে গোলাপিকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু গোলাপি রাজি হয়নি। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে হাফিজুল প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। চলতি মাসের ৮ তারিখ রাতে গ্রামের এক কোচিং সেন্টার থেকে টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিল গোলাপি। সঙ্গে ছিল গোলাপির প্রতিবেশী ২ মহিলাও। হাফিজুল অতর্কিতে একটি সাইকেলে চেপে এসে গোলাপির মুখে অ্যাসিড ছোঁড়ে। গলা মুখ ঝলসে যায় গোলাপির। সেই অ্যাসিড লাগে প্রতিবেশিনী করিমা বিবির গায়েও। দু'জনকে সেই রাতেই ভর্তি করা হয় ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে। দু'দিন পর প্রতিবেশী করিমার ছুটি হয়ে যায়। কিন্তু গোলাপির চিকিৎসা চলছিল হাসপাতালে। হাসপাতালে থাকার সময় থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জেদ ধরেছিল গোলাপি। বিপদের সময় বান্ধবী হালিমা খাতুন পড়ার প্রয়োজনীয় নোটস দিয়ে সাহায্য করেছে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে তাই নীরবে প্রস্তুতি চালিয়ে যচ্ছিল গোলাপি। পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসার পর থেকেই বাড়ি ফেরার তাড়াও বেড়েছিল গোলাপির। কিন্তু চিকিৎসকরা ছুটি দিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু গোলাপিও হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। খেলাধূলায় চৌকস গোলাপির জেদের কাছে একসময় হার মানেন চিকিৎসকরা। ছুটি দিয়ে দেয় হাসপাতাল। গত শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরে সে।

বুধবার সকাল থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে গোলাপি। বেলা ৯টা বাজতেই গ্রাম থেকে অটো চেপে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছয় গোলাপি। সঙ্গে ছিল দাদা সাইফুল। ১০টা নাগাদ পৌঁছয় পরীক্ষাকেন্দ্রে। গোলাপির বসার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার আগে প্রত্যয়ের সঙ্গে গোলাপি বলে, 'হাসপাতালে ভর্তির দিন থেকে আমি পরীক্ষা দেব বলে ঠিক করেছিলাম। একটা 'পশুর' কাছে হেরে যেতে পারব না কোনদিন। খেলাধূলা করি ছোট থেকেই। তাই লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে শিখিনি। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে উচ্চশিক্ষা শেষ করতে চাই। পরে পুলিশ হতে চাই। সমাজের অনিয়ম দূর করবই।'

অসুস্থ হয়ে কাকদ্বীপ হাসপাতালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল ঝর্ণা

বিশ্বজিৎ পাল

বুধবার প্রথম দিন এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রায় ১ ঘন্টা পরীক্ষা দেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ভর্তি করা কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে সেখানেই বসে পরীক্ষা দেয় সে। অসুস্থ ছাত্রীর নাম ঝর্ণা সরদার। এদিন রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম

দিনে পরীক্ষা ছিল বাংলা ১ম পত্র। ঢোলাহাট থানার ১৪ নম্বর মন্মথপুর গ্রামের বাসিন্দা নিমাই সরদারের মেয়ে ঝর্ণা সরদার মন্মথপুর শিক্ষা ভবন হাইস্কুলে মাধ্যমিকের ছাত্রী। সিট পড়ে কাকদ্বীপের গোবিন্দপুর অশ্বিনীকুমার হাইস্কুলে। যথাসময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরীক্ষা দিতে বসে সে। প্রায় ১ ঘন্টা পরীক্ষা দেওয়ার পর পরীক্ষার হলে বসে অসুস্থ হয়ে পড়ে ঝর্ণা। বাকি পরীক্ষার্থীরা দেখে চিৎকার করলে ছুটে আসেন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বোর্ডের অবজারভার। তারা অসুস্থ ছাত্রী ঝর্ণাকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে তার চিকিৎসা চলে। কিছুক্ষণ পর একটু সুস্থ হয়ে উঠলে ছাত্রী হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দেয়। আর এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সব রকমভাবে ব্যবস্থা করে দেয় প্রশাসন। ঝর্ণা সরদার বলে হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিতে কোনও অসুবিধা হয়নি। রাজ্য সরকারের ভূমিকায় খুশি সে।

অন্যদিকে কাকদ্বীপের বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের মানসিক ভারসাম্যহীন ছাত্র সাত্বিক মাইতি মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় শিশু শিক্ষায়তন হাইস্কুলে। তার মাথায় সমস্যা। সে জানিয়েছে পরীক্ষা ভালো হয়েছে।

ফের পাচারের নেপথ্যে রাজু

ডায়মন্ড হারবারের ছাত্রী উদ্ধার গাজিয়াবাদে

মেহেবুব গাজী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ ও সিআইডি কর্তাদের কাছে রাজু নামটা খুবই পরিচিত। এই জেলা থেকে গত ৩ বছরে যত মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে তার অধিকাংশের নেপথ্যে উঠে এসেছে রাজুর না। কিন্তু কে সেই আসল রাজু? ধন্দে তদন্তকারীরা। শনিবার উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ জেলার সাহানীগেট থানা এলাকার এক বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ডায়মন্ড হারবারের এক স্কুল ছাত্রী। নবম শ্রেণিতে পড়া ওই ছাত্রীকে প্রেমের টোপ ও পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাচার করা হয়। একানেও উঠে এসেছে সেই রাজুর নাম। এই নামটাই পাচারকারীর আসল নাম বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

ডায়মন্ড হারবারের মশাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংগ্রামপুর। এখানকার বাসিন্দা পেশায় ভ্যানচালক এক প্রৌঢ়। তাঁর তিন সন্তানের মধ্যে ওই ছাত্রী ছোট। পড়ত স্থানীয় হাই মাদ্রাসার নবম শ্রেণিতে। গত ১৭ জানুয়ারি স্কুলে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় ছাত্রী। গত ২৬ তারিখে ছাত্রীর বাবা ডায়মন্ড হারবার থানায় পাচারের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। এর মধ্যে শত শনিবার ওই ছাত্রী অপরিচিত একটি নম্বর থেকে বাড়িতে ফোন করে। ছাত্রী ফোনে পরিবারকে জানায়, তাকে গাজিয়াবাদ এলাকার একটি বন্ধ ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। এই খবর ডায়মন্ড হারবার থানায় জানায় পরিবার। পুলিশ যোগাযোগ করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনি'র সঙ্গে। সিনি গাজিয়াবাদ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেদিন ছিল গাজিয়াবাদের নির্বাচন। নির্বাচন শেষ হতেই রাতে পুলিশ গোপনঘাটিতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে বছর পনেরোর নাবালিকা ছাত্রী। আপাতত স্থানীয় একটি হোমে ঠাঁই মিলেছে তার।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সিনি'র তরফে সুবীর রায় বলেন, 'উদ্ধার ওই ছাত্রী জানিয়েছে স্থানীয় সরিষা অঞ্চলের রাজু নামে এক যুবকের সঙ্গে মোবাইলে তার আলাপ হয়। সেই আলাপের পরে প্রেম ও পরে বিয়ের প্রস্তাব। বিয়ের প্রস্তাবে ছাত্রী রাজী হয়ে রাজুর সঙ্গে ঘর ছাড়ে। রাজু তাকে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে চলে যায়। সেখানে তাকে একটি ঘরে রেখে একজোড়া সোনার দুল নিয়ে উধাও হয়ে যায় রাজু। এটা অভিনব মনে হয়েছে তদন্তকারীদের। পাশাপাশি রাজু নামটা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কারণ গত ৩ বছরে এই জেলা থেকে উদ্ধার হওয়া মহিলারা রাজু নামটা একাধিকবার বলেছেন। কিন্তু যে আসল রাজু তা নিয়ে সন্দিহান সবাই। আসলে পাচারকারীরা এই রাজু নামটা ব্যবহার করে মোডাস অপারেন্টির জন্য। আমার বিশ্বাস এই রাজু নামটা নকল।' জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, 'স্বয়ংসিদ্ধা প্রকল্পের মাধ্যমে পাচার রুখতে নিয়মিত প্রচার করে থাকি আমরা। জেলার অধিকাংশ স্কুলে গিয়ে এই ধরনের ফোন ধরতে বারণ করা হয়েছে ছাত্রীদের। উদ্ধার ছাত্রীকে বাড়ি ফেরাতে জেলা পুলিশের দল রওনা হয়েছে। অভিযুক্তর খোঁজ চলছে।'

প্রতিদিনই চাই বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেন : শোভনদেব

কুনাল মালিক

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের বজবজে শুভ পদার্পণের ঐতিহাসিক দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি। পূর্ব রেলের সহযোগিতায় পুষ্প মাল্য সুসজ্জিত স্বামীজির মূর্তি নিয়ে 'বিবেকানন্দ স্পেশাল' নামে বিশেষ ট্রেন যাত্রার অনুষ্ঠান হল কোমাগাতা মারু বজবজ রেল স্টেশনে। স্বামীজির পদধূলি ধন্য বজবজ পুরাতন রেল স্টেশনে সকাল ৯টায় সমাজের নানাস্তরের মানুষ জমায়েত হন। তারপর মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় কোমাগাতামারু বজবজ নতুন রেল স্টেশনে। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক অশোক দেব, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ, আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী প্রমুখ। শুধু ১৯ ফেব্রুয়ারিতেই কেন বিবেকানন্দ স্পেশাল ট্রেন চলবে, প্রতিদিনই যাতে এই স্টেশন থেকে তাঁর নামে একটি ট্রেন চলে, সে ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নেব। এর আগে মন্ত্রী বিবেকানন্দের বজবজে পদার্পণ শীর্ষক একটি লেখা সহ আলিপুর বার্তার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী বলেন, ১৯ ফেব্রুয়ারি দিনটি আমাদের রাজ্যে মানবতা দিবস হিসাবে উদযাপিত হোক। বিবেকানন্দ স্মারক কমিটির সভাপতি আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষের ঐকান্তিক উদ্যোগেই বিগত ৩২ বছর ধরে এই বিবেকানন্দ স্মরণে মননে অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রসঙ্গত তিনি গবেষণা করে উদভাবন করেন যে, চিকাগো থেকে বাংলার মাটিতে বিবেকানন্দ প্রথম বজবজে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন।

যে বজবজ দূর্গ দখল করে শুরু হয়েছিল বৃটিশদের বিজয় রথ চিকাগো জয় করে ১৯ ফেব্রুয়ারি সেই বজবজেই পদার্পণ করেছিলেন স্বামীজী। প্রতি বছরের মতো এবারেও তাঁরই স্মরণে ছাড়লো বিবেকানন্দ স্পেশাল। (ডানদিকে) পুরনো বজবজ স্টেশন যেখানে নেমে বিশ্রাম নিয়েছিলেন স্বামীজী। **ছবি : অরুণ লোধ**

অভিমত বিশেষজ্ঞদের

২০১৭–১৮ অর্থবর্ষে ভারতের শেয়ার বাজার উর্দ্ধমুখী থাকবে

কালিদাস চক্রবর্তী

২০১৭–এর একটা ত্রৈমাসিক পর্বের রেজাল্ট মরশুম কাটিয়ে ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষের বাৎসরিক ফলাফলের দিকে এগোচ্ছে বাজার। যদিও তা পুরোপুরি সাঙ্গ হতে আরও ২ থেকে ৩ মাস। এর মধ্যে বাজার হয়তো রেঞ্জ বাউন্ড থাকতে পারে বলেই মনে করছেন বহু নামি দামি শেয়ার বিশেষজ্ঞ। তাঁদের বক্তব্য, বাজার যদি ওপরে নাও উঠতে পারে, খুব একটা নিচেও যাবে না।

২০১৫–র মার্চ মাসের শুরুতে বাজার নতুন উচ্চতা খুঁজে নিয়েছিল। নিফটি গিয়ে পৌঁছেছিল ৯১০০–তে। সেনসেক্সের ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০ হাজারের ওপরে। সেই বাজারেই হঠাৎ করে ছন্দপতন ঘটে।। যাকে বলে রীতিমতো বড়সড় কারেকশন। যাকে শুধু সংশোধনী বা শেয়ারের দামের কারেকশন বলা চলে না। একে আখ্যা দেওয়া যায় টাইম ফ্রেম কারেকশন বলেও। যার জেরে গত প্রায় দেড় বছর ভারতীয় বাজার নিম্নমুখী ছিল। নিফটি পড়তে পড়তে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ লগ্নে এসে ৬৮০০–র কাছে পৌঁছেছিল। অনেক বিশেষজ্ঞই জানিয়েছেন ভারতের বাজার এবার বটম আউট বা তার তলদেশ নাকি খুঁজে পেয়েছে। এখন এই জায়গা থেকে আগামী দিনে ভারতের ইনডেক্স অনেক ওপরে যেতে পারে। এমনকি বেশ কিছুদিন আগে বাজারের যে ১০ হাজারের ঘরে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল তা সম্ভবপর হতেও পারে আগামী ২ বছরে। তাই এটাই হচ্ছে সঠিক সময়ে হাতের পুঁজি ভালোভাবে নিবেশিত করার। মানে যারা নতুন পা রেখেছেন বাজারে তাদের জন্য তো বটেই। আর যারা ফেঁসে রয়েছেন বিভিন্ন উচ্চতায় তারাও যদি ঠিকঠাক শেয়ার ধরে থাকেন তা হলে মূলধন ফিরে পাওয়া সম্ভব। এমনকি লাভের ঘরেও ঢুকে পড়তে পারেন। তাও বলা যেতে পারে বেশ কিছুদিনের গুমোটভাবের পর ফুরফুর ভাব ফিরে এসেছিল বাজারে। কিন্তু এই সাময়িক উত্থান দুদিনের বৃদ্ধি কিনা তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে। সেটাই কার্যত এখন ফলতে শুরু করেছে।

ভারতীয় নিফটি সাত হাজার ভাঙার পর নিফটি যখন নিচে এসেছিল তখন অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে ভারতীয় নিফটি না ৬ হাজারের কাছেপিঠে চলে আসে। এই জায়গা থেকেই বাজার ঘুরে

অর্থনীতি

দাঁড়ায় বাজার গত বাজেটের অব্যাবহিত পর থেকেই। একেবারে সাত–আটশো পয়েন্ট বাড়া নিফটির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার।। শেয়ার বাজারের টেকনিক্যাল ভাষানুযায়ী এই ঘুরে দাঁড়ানো বা সাময়িক উত্থান 'ডেড ক্যাট বাউন্স' নাকি সত্যি সত্যি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করছে তা জানতে অপেক্ষা করতেই হবে আগামী পদক্ষেপের জন্য। বিদেশিরা যেভাবে তাদের শর্ট কভার করে হাজার হাজার কোটি টাকার কেনাকাটা শুরু করেছিল গত বছরের একটা বড় সময় তাতে ধরে নেওয়া হচ্ছিল সামনের দিকে বাজারের গতি উর্দ্ধমুখী থাকবে।

গতবারের পতনে নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়েছিল ব্যাঙ্ক নিফটি। মোটামুটিভাবে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ক সকলেই ব্যাপকভাবে পড়েছে এই সময়কালে। সরকারি ব্যাঙ্ক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের তৃতীয় কোয়ার্টারের রেজাল্ট চলাকালীন অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায়। সেই পিএসইউ ব্যাঙ্ক হঠাৎ করেই তেজিয়ান হয়ে ওঠে বিদেশিদের কেনার হাত ধরে। যার জন্য মোদির নোট–বন্দিকে তারিফ জানাতেই হয়। অপরদিকে বাজারের পতন তথা ব্যাঙ্ক নিফটির কারেকশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পতন ঘটেছে বেসরকারি ব্যাঙ্কেরও। সুতরাং ভারতীয় বাজারকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করতে হলে সবার আগে ব্যাঙ্ক নিফটিকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সদর্পে গর্জন করে পুরো ভারতীয় বাজারের হাল ধরতে হবে। বাজারের এই সন্ধিক্ষণে দেশের বুল রান তথা ষাঁড় দৌড়কে সচল রাখতে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থার শেয়ারগুলিকে। এটাই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় চাহিদা। না হলে মুখ থুবড়ে পড়তে সময় লাগবে না। আশার কথা সেই ব্যাঙ্কের হাত ধরেই এবার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে সামিল হয়েছে আরও এক মার খাওয়া কাউন্টার স্টিল বা ধাতু সেক্টর। উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টাটা স্টিলের মতো বড় মাপের শেয়ার। তাছাড়া বহুদিন পেটাই খাওয়ার পরে ওষুধ কাউন্টারেও বইছে নব বসন্তের হাওয়া। এর আগে ভারতীয় নিফটি যখন ৮২০০–র ঘর ভেঙে দেয় তবে ৮ হাজারের ঘরেও তা দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছিল না। এখান থেকে সোজা চলে আসতে পারে ৭৮০০–র কাছেপিঠে। কারণ গত কয়েকমাসে দেখা গিয়েছে এই জায়গাটাই নিফটির সবথেকে বড় বেস বা ভিত। সেই সময় কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ তো এমন ধারণাও পোষণ করছিলেন যে বাজার বোধহয় আরও খারাপ দিকে যাবে। এটাই রক্ষা সেটা হয়নি।

আমরা যদি একটু পিছনে ফিরে তাকাই ২০১৬–র পারফরমেন্সের দিকে তাহলে দেখা যাবে কিছু সময় বাদ দিলে এই বছরটা খুব একটা খারাপ কাটল না ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য । সেই একেবারে শুরুতে জানুয়ারিতে ভারতের শেয়ার বাজার একটা ভালো জায়গায় যাওয়ার পর দুম করেই তাতে পতন আসতে শুরু করে। যা একেবারে চূড়ান্ত রূপ নেয় গত ফেব্রুয়ারি মাসে। বস্তুত সেইসময় নিফটি ৭ হাজারের ঘর পর্যন্ত ভেঙে সামান্য নিচে চলে এসেছিল। তারপর থেকেই শুরু হয় এফআইআই বা বিদেশি লগ্নিকারীদের জাদু। এদের হাত ধরেই ভারতের বাজার দ্রুত গতিতে লম্বা পথ পার হয়। ভারতীয় শেয়ার বাজারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটি তো আবার ২ হাজার পয়েন্ট পারি দিয়ে একেবারে ৯ হাজারের কাছে চলে এসেছিল মাত্র কিছুদিন আগেই। বাজার যখন ৭ হাজার ভেঙেছিল তখন একশ্রেণির বিশেষজ্ঞের মুখে শোনা যাচ্ছিল ৬৩০০ (নিফটি) বা তার থেকেও খারাপ ৫ হাজারের গল্প। আবার বিদেশিদের হাত ধরে সেই ভারতীয় বাজার যখন ফুলেফেঁপে উঠতে শুরু করল তখন আবার গল্প শুরু হয়েছিল এই অর্থবর্ষ ২০১৬–১৭ তেই ১০ হাজার পার করে দেবে সূচকের প্রধান স্তম্ভ নিফটি। সেনসেক্সও ৩২–৩৩ এ চলে যাবে অচিরেই বলে আশাবাদী বিশেষজ্ঞদের একদল হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছিল। সেই ছন্দেই ব্যাঘাত ঘটতে শুরু করল উপর্যুপরি কয়েকটি ঘটনা পরপর তাদের অস্তিত্বের জানান দেওয়ার পর থেকে। ভারতীয় সেনা ঘাঁটি উরিতে পাক মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীদের নারকীয় আক্রমণের পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পোশাকী নামে ভারত যোগ্য দিল অধিকৃত কাশ্মীরে রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে। যার জেরে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হল উগ্রপন্থীদের বেশ কয়েকটি শিবির। এই ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতে দু–দুটি ঘটনা হঠাৎ করেই আরও কাঁপিয়ে দেয় ভারতের শেয়ার বাজারকে। তার মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখ করতে হবে ভারত সরকারের রাতারাতি পুরনো ৫০০–১০০০ টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত এবং পাশাপাশি রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়া। এই দুটি ঘটনার জন্য সেভাবে প্রস্তুত ছিল না ভারতের বাজার।

কালোবাজারী রুখতে মোদি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা আম দেশবাসী মেনে নিয়েছেন। তাও এই সিদ্ধান্তের জেরে নগদের জোগানে সমস্যা ঘটায় বেশ কিছুটা চাপে পড়েছে দেশের অর্থনীতি। এখন অন্তত দুটো ত্রৈমাসিক অর্থাৎ বড়জোর এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতের সার্বিক বৃদ্ধির হার এতে খানিকটা কমে যেতে পারে। তবে নোট বাতিলের সুফল যখন প্রকৃত ফলতে থাকবে তখন এই জিডিপি'র বৃদ্ধিও কিন্তু ঘটবে সমানতালে। ভারতের শেয়ার বাজারের পক্ষে বলার মতো যেটা তাহল বিশ্ব ব্যাঙ্ক কিন্তু ভারতের বাজারের উত্থান নিয়ে নিজেদের অভিমত ইতিমধ্যেই তুলে ধরেছেন। তাদের বক্তব্য সাময়িক ভাঁটা কাটিয়ে আগামী কিছুদিনের মধ্যে ভারতের বাজার ওপর ওঠার প্রচুর রসদ খুঁজে পাবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ ফেব্রুয়ারি – ৩ মার্চ, ২০১৭

মেষ : সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

বৃষ : পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। আয় ভালই হবে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজগুলি যথাযথভাবে করতে সক্ষম হবেন। এবং তাতে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মের যোগ রয়েছে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয়–কুটুম্বের সমাগম ঘটবে। যাঁরা শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে চাপের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনি অর্থ পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। ধর্মীয় বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা করতে পারেন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে।

সিংহ : সিংহের মত এগিয়ে চলুন, আপনার সফলতা আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবেনা। কর্মস্থলে কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধি করে চলতে হবে।

কন্যা : আপনাকে বিবিধ সমস্যায় পড়তে হবে কিন্তু আপনি তার সমাধান করে ফেলতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও ছিদ্রান্বেষী লোকেরা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। বাত বা বাতজাতীয় পীক্ষায় কষ্ট।

তুলা : শরীর নিয়ে বিবিধ সমস্যায় পড়বে। আর্থিক বিষয়েও চাপের সৃষ্টি হবে। মনের শান্তি বজায় থাকবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে গোলমালের কিছুটা অবসান হতে পারে। এখনি নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না। শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

বৃশ্চিক : বিভিন্ন রকম গোলমালের মধ্য দিয়ে আপনাকে চলতে হবে। হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। কর্মের যোগাযোগ রয়েছে। চলাফেরায় সতর্ক হবেন।

ধনু : অতিরিক্ত চিন্তা থেকে আপনাকে স্নায়ু রোগে কষ্ট পেতে হবে। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযম থাকতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। পায়ে হাড়ের উপর চোট লাগতে পারে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান বিষয়ে শুভ।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সমস্যা থাকলেও সাফল্য পাবেন। সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আয় আগের তুলনায় ভাল হবে। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ : মাথা গরম করলে কোন কাজ ঠিকমত করতে পারবেন না। ধীর–স্থির হয়ে খুব চিন্তা করে কাজ করতে হবে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে অর্থ রোজগার করতে হবে। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে মনোমালিন্য ঘটবে।

মীন : কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ হলেও বাধা আসবে। শরীর আগের তুলনায় ভাল হবে। তবুও সাবধানে থাকা দরকার। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ক্রোধ কমাতে হবে।

শব্দবার্তা ১৯

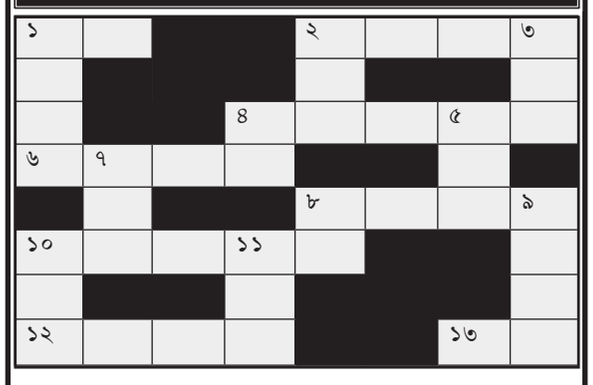

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। প্রভাতকাল ২। যোগ্য ও অযোগ্য পাত্র ৪। বরকন্যার বিবাহরজনী যাপনের কক্ষ ৬। মুখোমুখি ৮। রাগ বিশেষ ১০ গ্রাহ্য করা ১২। '—লোভে অলি আসিয়া জুটিল', ফুল চন্দনাদির সুগন্ধ ১৩। বাজনার গৎ।

উপর–নীচ

১। (আল.) অত্যন্ত উদার ও বদান্য ব্যক্তি যিনি সহজেই অন্যের ইচ্ছা পূরণ করেন ২। পরমান্ন ৩। তাঁতের তুরি, মাকু ৪। খাটের পাশের কাঠ ৫। বিধির নির্বন্ধ ৭। জবরদস্তি ৮। পশুরাখির শাবক ৯। কাঁচা আম, তেঁতুল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি অম্লস্বাদের ডাল ১০। কথাবার্তা ১১। বুদ্ধি–বিবেচনা।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৮

পাশাপাশি : ১। ভস্মলোচন ৩। হাট ৫। তামসিক ৮। লশকর ১০। ভানু ১২। বিজয়াধূম।

উপর–নীচ : ১। ভক্তবিটেল ২। নক্তান্ধতা ৩। হাসাহাসি ৪। চৈত্তিক ৬। মক্কেল ৭। কতরকম ৯। শক্রধনু ১০। রবিচ্ছবি।

ব্যাঙ্কে প্রবেশনারি অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি বেশ কিছু প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ করবে ফেডারেল ব্যাঙ্ক। নিয়োগ হবে স্কেল ওয়ানে। ২ বছরের প্রবেশন। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : HR–TAD/Rec/PO/2017.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ যে কোনও শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথব যে–কোনও শাখায় ৬০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। সঙ্গে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফিনান্স থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট অব ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্স (সিএআইআইবি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি উভয় ক্ষেত্রেই কোনও শিডিউলড কর্মার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বা কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ক্লার্ক বা অফিসার পদে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ২৩,৭০০–৪২,০২০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১১ মার্চ। অ্যাপ্টিটিউড টেস্টে প্রশ্ন হবে ভার্বাল এবিলিটি–ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩৫ নম্বর), লজিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড–রিজনিং (৩৫ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ/নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৩০ নম্বর), জেনারেল, সোশিও–ইকনমিক অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস (৩০ নম্বর) এবং মার্কেটিং/সেলস অ্যাপ্টিটিউড (২০ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের পরপরই নেওয়া হবে সাইকোমেট্রিক টেস্ট। সময়সীমা ১৫ মিনিট।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.federalbank.co.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি। প্রার্থীর চালু ই মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর জেপিজি বা পিএনজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৭০০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৩৫০ টাকা)। অনলাইনে ডেবিড কার্ড (রুপে/মাস্টার/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং, ক্যাশকার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : careers@federalbank.co.in

কলকাতা কর্পোরেশনে স্টাফ নার্স

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জন স্টাফ নার্স নেবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। প্রাথমিক ভাবে ছয় মাসের চুক্তিতে নিয়োগ হবে গড়িয়ার মাদার টেরেসা মেমোরিয়াল টি বি হসপিটালে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারিতে ডিপ্লোমা। সঙ্গে ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ৬৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : প্রতি মাসে ১৬,৮৬০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হপে ওয়াক ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ৪ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে। পরীক্ষাকেন্দ্রের ঠিকানা : CMNO Office, KMC Health Department, 5, S. N. Banerjee Road, Kolkata–700 013 বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.kmcgov.in

নিখরচায় বয়স্কদের শুশ্রূষার প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখরচায় বয়স্কদের শুশ্রূষার প্রশিক্ষণ দেবে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট অব জেরোন্টোলজি। ভারত সরকারের সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ডিফেন্সের প্রকল্প অনুসারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৬ মাসের এই প্রশিক্ষণের নাম 'জেরিয়াট্রিক অ্যানিমেটর সার্টিফিকেট কোর্স'।

অন্তত উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণ–তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, বেসিক জেরিয়াট্রিক্স, অ্যাপ্লায়েড জেরিয়াট্রিক্স, জেরিয়াট্রিক নার্সিং, সোশ্যাল জেরোন্টোলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই কোর্সটিতে। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য কোনও ফি লাগবে না।

প্রশিক্ষিতরা বৃদ্ধাবাস, নার্সিং হোম, হাসপাতালের বয়স্কদের শুশ্রূষার কাজ করতে পারবেন। ব্যক্তিগতভাবেও ফি–এর বিনিময়ে এ কাজ করতে পারবেন।

ভর্তির জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউট অব জেরোন্টোলজি, ই/১, সোপান কুটির, ৫৩বি, ডাঃ এস সি ব্যানার্জি রোড, কলকাতা–৭০০ ০১০।

ফোন : ২৩৭০–১৪৩৭, ২৪১৬–৮৮৯৯, ৯৪৩২১–২২২২২।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

মহানগরে

ফর্ম অমিল, কলকাতায় রেশন কার্ড দুর্ভোগ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিজিটাল রেশন কার্ড বিষয়ে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতর এবং কলকাতা পুরসংখ্যার চূড়ান্ত গাফিলতিতেই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্বের অপচয়ের সঙ্গে এই কার্ড নিয়ে রাজ্যবাসীকে ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তিত করে তুলল। ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার ১ ও ২–এ প্রথমবার নাম তোলার সময় কলকাতার পুরপ্রতিনিধি থেকে রেশন দোকানের মালিকরা বিবিধ ধরণের ফর্ম (III–U বা IV–U) জেরক্স করে দেদার নাম ঢোকায়। আর তাতে কেবল কলকাতা পুর এলাকায় (মোট ক্ষেত্রমান ২০৫ বর্গ কিলোমিটার) ৫৬ লক্ষেরও বেশি নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে কলকাতার প্রকৃত জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজারের কিছু বেশি (২০১১), পুরুষ ২৩ লক্ষ ৮৯ হাজারের সামান্য বেশি আর মহিলা ২১ লক্ষ ৭২ হাজারের কিছু বেশি। অর্থাৎ ২০১১–র জনসংখ্যার চেয়ে ডিজিটাল রেশন কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক। আবার কলকাতার পুর এলাকার ওয়ার্ড অফিসগুলিতে গেলে দেখা যায় ফর্ম পূরণ করা সত্ত্বেও হাজার হাজার প্রকৃত কলকাতবাসী ডিজিটাল রেশন কার্ড হাতে পাননি। খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের কাছ থেকে জানা যায়, যদি আপনি বা আপনার পরিবারের কোনও সদস্য নতুন ডিজিটাল কার্ড না পেয়ে থাকেন আপনি III–U আবেদনটি পূরণ করবেন। আর যদি আপনার পরিবারের কয়েকজন সদস্য নুতন কার্ড পেয়ে থাকেন এবং পরিবারের অন্য কোনও সদস্য নতুন কার্ড না পান, সেক্ষেত্রে IV–U আবেদনপত্রটি পূরণ করুন। জেরক্স ফর্ম, নেট থেকে তোলা ফর্ম ব্যবহার করা যাবে না।

পুরসংস্থার নীল রঙের লোগো থাকা আসল ফর্ম গৃহীত হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই ফর্ম পূরণ প্রক্রিয়া আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপাতত চলবে। তবে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের আধিকারিকদের বক্তব্য, এই কার্ড তৈরির বিষয়টি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পুর ভবনে পুর প্রতিনিধি ও খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠকে পুর সংস্থার বামফ্রন্টের দলনেত্রী মহানাগরিকের কাছে এই কার্ড বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান, ৮, ৯, ১০ ও ১৪ নম্বর বরোর অন্তর্ভুক্ত বিরোধী দলের ওয়ার্ডগুলিতে বরো অধ্যক্ষরা ফর্ম দেওয়াতে সমীক্ষার কাজে লোক নিয়োগের দায়িত্ব তাদের দেওয়া হচ্ছে না। চূড়ান্ত গাফিলতি চালাচ্ছে। সমীক্ষা কারা করবে জানা নেই। তবে খাদ্য ও সরবরাহ দফতর ডিজিটাল কার্ড বিষয়ে আরও কিছু জানতে পুরবাসীদের টোল ফ্রি নম্বর ১৯৬৭ অথবা ১৮০০৩৪৫৫৫০৫–এ ফোন করার কথা জানাচ্ছে। আর পুরসংস্থা এ বিষয়ে কোনও সমস্যা থাকলে বরো কার্যালয়ের সমাজ কল্যাণ দফতরের 'উপ–প্রবন্ধকে'র সঙ্গে যোগাযোগের কথা জানায়।

বাংলা ভাষা নিয়ে একদিনের আবেগে ভাসলো কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবারের মতো এবারও ২১ ফেবুয়ারি দেশপ্রিয় পার্কে কলকাতা পুরসভা ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হল। প্রতুল মুখার্জীর আবেগ সমৃদ্ধ পরিচিত সঙ্গীত 'আমি বংলায় গান গাই' দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে একে একে হৈমন্তি শুক্লা, ইন্দ্রাণী সেন, মনোময় ভট্টাচার্য, স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত, শান্তনু রায়চৌধুরী, ইন্দ্রনীল সেন, রামানুজ দাশগুপ্ত প্রভৃতি শিল্পীরা বাংলা এবং বাংলাভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনটির উপযোগী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বনশ্রী সেনগুপ্তর প্রয়াণ শিল্পীরা যেমন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন তেমনি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে প্রয়াত শিল্পীর কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আবেগসুলভ ভাষণের মধ্যে দিয়ে দিনটির তাৎপর্য

সকলের কাছে পৌঁছে দেন। ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর রচিত কবিতা শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একথা সকলকে মনে করিয়ে দেন যে আমরা অনেকে এখন শুদ্ধ বাংলায় কথা বলা ভুলে গেছি। বাংলায় যারা থাকে তারা বাংলা ভাষা কেন জানবে না, এই প্রশ্ন উপস্থিত দর্শকদের কাছে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই দিনটি ঘটা করে সারা রাজ্য জুড়ে যেমন কল্যাণী, শিলিগুড়ি প্রভৃতি শহরেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়।

কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি আমরা যে কতটা যত্নবান তা নিয়ে সন্দেহ জাগায় ইংরাজিতে লেখা দোকানের হোর্ডিংগুলি। এমনকি ব্যাঙ্ক, জীবন বিমা প্রভৃতি সরকারি সংস্থার হোডিংগুলিতেও পর্যন্ত স্থান হয় না বাংলা ভাষার। অথচ আমাদের পড়শী দেশ শুধু বাংলা ভাষার কারণে বিশ্বের দরবারে সম্মান আদায় করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের সরকারি সদিচ্ছার যেমন অভাব আছে তেমনি এই রাজ্যে বুদ্ধিজীবী বাংলা প্রেমীরা রাজ্যবাসীকে সচেতন করার কোন গণআন্দোলন গড়ে তোলেননি। অথচ তারাই এই দিনটায় নানা অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষা নিয়ে আবেগে আপ্লুত হন। রাজ্যের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে যেমন ভাবে উদ্যোগ নেন তেমনি ভাবে বাংলাভাষার প্রকৃত উন্নয়নে যদি সচেষ্ট হন তাহলে হয়তো পরিস্থিতি বদলাতে পারে। উল্লেখ্য রাজ্যে সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে বহুবার প্রতিশ্রুতির কথা শোনা গেলেও আজও তা ব্রাত্যই থেকে গিয়েছে।

অ্যাডমিট কার্ড বিলি ৪ মার্চ থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭–র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড আগামী ৪ মার্চ শনিবার থেকে বিতরণ শুরু হবে। ওই দিন সকাল ১০টা থেকে সংসদের নির্দিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়সহ ৫৬টি বিতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড এবং একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং এই দুই পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ওই কেন্দ্রগুলি থেকে বিতরণ করা হবে। সংসদের সভাপতি অধ্যাপিকা মহুয়া দাস বিদ্যালয়গুলির প্রধানশিক্ষকদের বা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধিদের এই কেন্দ্রগুলি থেকে তা সংগ্রহ করার অনুরোধ করেছেন।

প্রেসিডেন্সি জেল গেট স্টপে কার–পার্কিং প্লাজা

বরুণ মণ্ডল : দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর এলাকায় উপর্যুপরি কার–পার্কিং সমস্যা সমাধানে ডিএল খান রোড স্থিত প্রেসিডেন্সি জেল গেট বাসস্টপের সন্নিকটে জি–নাইন 'মাল্টিপল লেয়ার কার পার্কিং' নির্মাণের দিকে এগোচ্ছে রাজ্যের পূর্ত দফতর। প্রস্তাবিত এই 'মাল্টিপল লেয়ার কার পার্কিং'টির বিল্ট–আপ এরিয়া ১,৯২,৩৫৬ বর্গফুট। ভবনটির ১০টি তলের অন্তত পাঁচটি তল কার–পার্কিং–এর জন্য বরাদ্দ থাকবে। ৩০০টি গাড়ি এক সঙ্গে পার্কিং করতে পারবে। একতলায় বড়ো মাপের ২০টি বাস পার্কিং–এর ব্যবস্থা থাকছে। রুফটপ গার্ডেনসহ স্থাপত্যের বিচারে নয়নাভিরাম এই কার–পার্কিং প্লাজার নির্মাণ ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৬০ কোটি টাকা। এই বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের থেকে কিছুটা আয়ের সংস্থান করতে ভবনটির মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ বর্গফুট এলাকা সরকারি বা বেসরকারি অফিস ভাড়া সহ 'ফুড কোর্টে'র জন্য বরাদ্দ থাকবে।

ইন্দ্রজাল ভবনে জাদুকর দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতার ইন্দ্রজাল ভবনে জাদুকর প্রতুলচন্দ্র সরকার (পি সি সরকার)–এর ১০৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর ইলিউশান অফ রিয়ালিটি ম্যাজিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপচন্দ্র সরকার (পি সি সরকার জুনিয়র) প্রদীপ প্রজ্বলন করে শুভ সূচনা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী জাদুকর জয়শ্রী সরকার, জাদুকর মানেকা সরকার সহ অভিনেত্রী মৌবনী সরকার ও মুমতাজ সরকার। প্রথমে জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারপর জাদুজগতের দিকপাল প্রদীপচন্দ্র সরকার তাঁর বক্তব্য রাখেন। এরপর মৌবনী সরকার তার গুরুজি চিত্রসেন সাহুর বোলের তালে তালে নাচের জাদুতে সবাইকে মুগ্ধ করেন।

তার সঙ্গে ছিল তার ছাত্রীরা তারা হলেন সোনালী, বর্ষা, শুভাঙ্গী ও মনীষা। তারপর শ্যামল ফৌজদার আঁকায় জাদু দেখান। তারপরে একে একে জাদু দেখান জাদুকর বি কুমার, প্রিয়ম গুহ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় জয়সওয়াল ও ক্ষুদে জাদুকর ভিশাল। এছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে সোনাই চট্টোপাধ্যায়ের নাচ সকলকে অবাক করে। উদয় চক্রবর্তীর আবৃত্তি 'আমি সুভাষ বলছি', সুকুমার মন্ডলের গল্পপাঠ সকলের মন জয় করে নেয়। বিশেষ শিশু রিনির নাচ ও সুদর্পণ রক্ষিতের 'মহিষাসুর মর্দিনীর শ্লোক' ও গান আসর মাতিয়ে তোলে। সবশেষে সমাপ্তি ভাষণ দেন পি সি সরকার জুনিয়র। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় জাদুকরেরা বিশ্বজাদুকর দিবস পালন করেন নিজেদের মতো করে।

প্রচারে পাপাই দত্ত, সভাপতি সোনারপুর
উত্তর বিধানসভা তৃণমূল যুব কংগ্রেস

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২৫ ফেব্রুয়ারি – ৩ মার্চ, ২০১৭

সোনার ডিম পাড়া হাঁস মরতে বসেছে

চিকিৎসা বহু আগেই পণ্য হিসাবে আইন সিদ্ধ হয়েছে। এক শ্রেণির চিকিৎসক ও নার্সদের অসৎ ব্যবহারকে সামনে এনে গোটা সমাজের কাছে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের হেয় করার রাজনৈতিক প্রচেষ্টাও নতুন নয়। কিন্তু বেসরকারি মুনাফা যখন মানুষকে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্পর্কে আশঙ্কার জায়গায় নিয়ে যায় তখন সরকারকে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে হয়। মমতা সরকার সেই ন্যায্য কাজটির প্রাথমিক পর্যায় শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছে আবার আগের মমতা রূপে ধরা দিয়েছেন। এমনটাই সাধারণ মানুষজন ভাবছেন। বেসরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের যে সমস্ত কর্তা ব্যক্তিরা সেদিন টাউন হলে মুখ্যমন্ত্রীর সভাতে উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট অভিযোগ তুলে অভিভাবিকার মতো শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন তাতে স্পষ্ট 'মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট'এর কর্পোরেট ভাবনা কিছুটা হলেও প্রথম প্রতিরোধের সামনে এলো।

বেসরকারি প্রোমটারদের ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণের সময় সাম্প্রতিক কালে যে বিজ্ঞাপনগুলি পাতা জুড়ে প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক তেমনি নামি দামি হাসপাতালের চিকিৎসার নানা প্যাকেজের সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ম্যানেজমেন্টের হাতের পুতুল হয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। চিকিৎসার খরচ তুলতে সর্বস্বান্ত হতে হলে তা মুখ্যমন্ত্রী রীতিমত 'হোমওয়ার্ক' করে বুঝিয়েছেন এবং সঙ্গতভাবেই কমিশন গড়ছেন যদিও রক্তের স্বাদ পাওয়া ব্যাঘ্রকুল কতটা শান্ত হয় তা অবশ্যই ভাববার কারণ মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অমানবিক মুখের পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালগুলির পরিষেবার পরিধি বৃদ্ধি করা জরুরি। সাধারণ মানুষের ধারণা তৈরি হয়েছে সেলিব্রিটি ও উচ্চমর্গের রাজনীতিক ছাড়া নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা এ রাজ্যে হয় না।

মুখ্যমন্ত্রী এবার প্রোমটারদের লাগাম ছাড়া ফ্ল্যাটের দাম বৃদ্ধি নিয়ে আসরে নামুন। নইলে সিন্ডিকেট রাজের দৌরাত্ম্যে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের মানুষ মাথা গোঁজার নিজস্ব ঠাঁই পেতে বঞ্চিত হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা থেকে কোটি টাকার ফ্ল্যাট এ রাজ্যে বিক্রি হচ্ছে। ধনী মানুষেরা একাধিক ফ্ল্যাট কিনছেন। প্রোমটারদের এবং এক শ্রেণির অসাধু রাজনীতিকদের লোভের ভাবনা আজ সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। সিন্ডিকেট আর চিকিৎসা কর্পোরেটকে থামাতে এখনি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। নইলে মানুষের স্বাস্থ্য আর আশ্রয় আগামীতে আরও বিপন্ন হবে। পশ্চিমবাংলার শহরগুলিতে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেদিনের মুখ্যমন্ত্রীর সুরেই বলা যায় সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে একেবারে মেরে দিলে তাদের ব্যাবসাও চৌপাট হতে পারে।

অমৃত কথা

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি!

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল, পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান,

পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ, পাশ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে– মূর্তিপূজা দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য–ইহার বিচার করিতেছি না, তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমান লেখকের পাশ্চত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাতে ইহাই ধারণা হইতেছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীজাতির পবিত্রতারক্ষার জন্য স্ত্রী পুরুষ সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া স্ত্রী পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, দুর্বল জাতির সন্তানেরা ইংলন্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পর্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

ফেসবুক বার্তা

বসন্ত এসে গেছে। বসন্ত মানেই ঝরা পাতা আর কোকিলের ডাক। ফেসবুকে এই ছবির মাধ্যমেই এসে গেল বসন্ত।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ

প্রশিক্ষিতদের বঞ্চনার একাল সেকাল

নির্মল গোস্বামী

আমার স্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে বেসিক ট্রেনিং নিয়ে ছিল। বর্তমানে দুজনেই প্রাথমিক শিক্ষিকা। যখন কানে এল এসএমএসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের খবর আসতে শুরু করেছে স্ত্রীকে বললাম ঝর্ণাকে ফোন করতওর মেয়ের কি হল খবরটা জানি। স্ত্রী ফোনটা ধরে আমাকে দিল। ও পাশে হ্যালো বলতেই জানতে চাইলাম এসএমএস এসেছে কীনা। ঝর্ণা আক্ষেপের সুরে বলল না নির্মদা ও তো টেট কোয়ালিফাই করতে পারেনি। আমি কি বোকামি করেছি যখন পরীক্ষা ছিল তখন এলাকার অনেকেই বলেছিল টাকা দিতে। টাকা দিলে পাশ হয়ে যেত। আমাদের জমি বিক্রি করে টাকার জোগাড়ও হয়ে যেত। কিন্তু মেয়ে বলল আমি ভাল পরীক্ষা দিয়েছি তার উপর ফার্স্ট ডিভিশনে বেসিক পাশ করেছি আমার চাকরি এমনিতেই হবে। তোমার অত চিন্তা কতে হবে না। কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে হয় নি। আমি যার কথা দিয়ে নিবন্ধ শুরু করেছি সে কল্পনার কেউ নয়। নাম পর্ণশ্রী সামন্ত। উচ্চ মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ এবং বেসিকে ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়েও চাকরি পেল না। যাদের হাতে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা তারা কিন্তু বলবে যে টেট পাশ করতে পারেনি তাই চাকরি হল না। অথচ নিয়ম হল যে প্রশিক্ষিত যত জন আছে সকলকে নিয়োগের পর তবে কিনা প্রশিক্ষিতদের নিয়োগ করতে পারবে। কেন্দ্রীয় এনসিটিইর কাছ থেকে এই সরকার প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগের জন্য বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করেছিল এই জন্য যে যত শূন্যপদ আছে রাজ্যে তত প্রশিক্ষিত প্রার্থী নেই। তাই প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগের অনুমতি দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বোর্ড। হাইকোর্টেও সরকার হলফ নামা দিয়ে ছিল যে প্রশিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাই যদি হয় তাহলে উল্লেখিত প্রশিক্ষিত প্রার্থীকে টেটের বাহানায় বঞ্চিত করা হল কেন? যদি দেখা যায় রাজ্যে যত শূন্য পদ আছে তার থেকে বেশি নেওয়ার যুক্তি থাকতে পারে! যেখানে শূন্যপদের পুরণ

যে দলই সরকারে থাকুক তারা তাদের নেতাদের আত্মীয়স্বজন দলের কর্মী সমর্থকদের কী করে চাকরিতে ঢোকানো যায় তার চেষ্টা রে করবে এটা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তারা ১৫ কে ৫১ করে কিছু চাকরি দেবেই।

করার মতো প্রশিক্ষিত পাওয়া যাচ্ছে না, তার জন্য প্রশিক্ষিতহীনদের নিয়োগ করতে হচ্ছে সেখানে প্রশিক্ষিতদের টেট পরীক্ষা নেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? একটাই যুক্তি হচ্ছে প্রশিক্ষিতদের কি করে বাদ দেওয়া যায় তার জন্য তাদের টেটে বসানোর বন্দোবস্ত করেছিল সরকার।

যে দলই সরকারে থাকুক তারা তাদের নেতাদের আত্মীয়স্বজন দলের কর্মী সমর্থকদের কী করে চাকরিতে ঢোকানো যায় তার চেষ্টা রে করবে এটা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তারা ১৫ কে ৫১ করে কিছু চাকরি দেবেই। তবে তাতেও একটা আপাতঃ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে সরকার। তা না হলে সংবিধান অবমাননা হয় যে। যা কিছু হয় তা গোপনে নিরপেক্ষতা বাঁচিয়ে করতে হয়। নিয়োগ নিয়ে সেই টেট পরীক্ষা থেকে যা করছে তাতে ভরে নিরপেক্ষতার পর্দা আর থাকছে না। কী হচ্ছে রাজ্যে তা সকলেই দেখতে পাচ্ছে। আমি প্রশিক্ষিতদের নিয়ে যা বলতে চাইছি তা হল এই যে ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সিপিএম–এর আমলে

যে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল তার আগে পর্যন্ত রাজ্যে কোনও বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত চাকরি থেকে বঞ্চিত হয় নি। প্রশিক্ষিতদের কী করে বাদ দিতে হয় সেই বদ মস্তিষ্কের উৎগাতা হল সিপিএম। আগে ৫০–৬০এর দশকে যারা প্রাইমারি বেসিক ট্রেনিং নিতে যেত তাদের মুচলেকা দিতে হত যে ৫ বছর প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা অবশ্যই করব। তারপর অন্য চাকরি পেলে চলে যেতে পারে। এটাই ঠিক ছিল। কারণ একজন প্রশিক্ষণ নিয়ে যদি সেই চাকরি না করে তাহলে মেধা ও অর্থের অপচয় হয় দেশের। তখন বেসরকারি প্রশিক্ষণ কলেজ ছিল না। ফলে সরকারি টাকায় প্রফেসর রেখে পড়িয়ে যাদের শিক্ষকের উপযোগী করে গড়ে তুলল তারা যদি অন্য চাকরি করে তবে সরকারি অর্থের অপচয় ও তার মেধার অপচয় হয়। সেই অপচয় রোধের জন্য ওই মুচলেকা দিতে হত। এমন নয় যে তখন কেউ প্রাথমিকের শিক্ষক হতে চাইত না। দেশে তখন বেকার ছিল না। আমরা জানি বিবেকানন্দের মতো মানুষও ইংরেজ আমলে একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। ফলে চাকরির চাহিদা পূর্বেও যেমন ছিল আজও তেমন আছে। শুধু শাসকের সদ ইচ্ছার অভাবে ঘটে চলেছে দিন দিন। বাম সরকার সব প্রশিক্ষিতরা যাতে চাকরি না পায় তার ব্যবস্থা করেছিল। বিধানসভায় বিল এনে শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি পালটে দিল। ১৯৯৯তে যখন নিয়াগ হয় তখন বেসিক ট্রেনিং প্রাপ্ত দের জন্য ২০ শতাংশ নম্বর এক্সট্রা যোগের ব্যবস্থা করে ছিল। সেই সময় নিয়োগের মাপকাঠি ঠিক করে ছিল সাধারণ শিক্ষায় ৬৫শতাংশ, বেসিকে ২০ শতাংশ এক্সট্রা কারিকুলাম ৫ ও মৌখিক ১০ এই ছিল নম্বর বিন্যাস। সেখানে প্রশিক্ষিতদের আলাদা কোটা ছিল না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২১ বছর পর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল। শূন্যপদ ছিল ৩২০০। তার মধ্যে প্রশিক্ষিত ছিল ১৫০০ হাজারের মত। জেলার সকল প্রশিক্ষিতদের চাকরি হওয়ার কথা। কিন্তু হয় নি ওই নম্বারের মার প্যাঁচে। কারণ যারা ৮০ সালের আগে মাধ্যমিক পাশ করেছে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের থেকে যারা ৯০ এর পর পাশ করেছে তাদের নম্বর অনেক বেশি। ফলে বেসিক পাস করেও অনেকে প্রশিক্ষণহীনদের থেকে স্কোর কম হল। তাদের চাকরি হল না দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৫০০ প্রশিক্ষিতদের চাকরি হয় নি সেই সময়। ৮৭ সালের আগে পর্যন্ত বেসিক ট্রেনিং–এ নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। মার্কসিটে শুধু কোন ডিভিশনে পাশ করেছে তার সংশাপত্র দিত। ফলে অনেক প্রশিক্ষিতদের এই নম্বর জমাই পড়ে নি তারা চাকরি পায় নি। অথচ সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের বলেছিল যে তারা শিক্ষকতা করার যোগ্য। অন্য দিকে নতুনদের চাকরি দিয়েই তাদের সরকারি পয়সায় আবার ট্রেনিং দিতে হচ্ছে। একবছর তাদের নিয়ম তৈরি করেও মাইনে দিতে হয়েছে। আমরা সাধারণভাবে জানি যে সরকার নিয়ম তৈরি করে যাতে যোগ্যরা বঞ্চিত না হয়। তখন বাম সরকার এমন নিয়ম কারেছিল যে শিক্ষককের চাকরিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাই বাদ পড়ল। প্রশ্ন হল কেন এমন নিয়ম? অথচ যারা লোক গণনার কাজ করছিল তাদের এলএলএ কোটায় চাকরি হল। তাদের বেলায় ওই নম্বরের জট তৈরি হয় নি। এত জন এমএলএ আছে তাদের নিয়োগ আগে হল। একজন লোক গণনা করেছিল। কোন কালে সে শিক্ষক হল আর সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকের যোগ্যতার সার্টিফিকেট। পকেটে নিয়ে ঘুরছে তার চাকরি হল না। সাবাস এই না হলে আমাদের প্রশাসন। দেশটা ভারতবর্ষ। তাই সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে। এই সরকারও চেষ্টা করেছে কি করে প্রশিক্ষিতদের বাদ দেওয়া যায়। তাই এই নিবন্ধের মাধ্যমে সমস্ত আধিকারিক ও মহামান্য হাই কোর্টের কাছে আবেদন। যে তারা যেন এই বিষয়টা দেখেন। প্রশিক্ষতরা যেন টেটের ফাঁদে পড়ে বাদ না যায়।

সোনারপুরে ভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে মহামায়াতলায় জয়হিন্দ ভবনে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালিত হয়। ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী বলেন, গড়িয়ায় নাট্যভুমি ও অশনিসংকেত

ঘনিষ্ঠতার জন্য আমি এসেছি ওদের ডাকে সাড়া দিয়ে। ভাষা চেতনা বর্তমানে আমাদের মধ্যে নেই। আমরা বাংলা ভাষাকে ঠিক মত মর্যাদা দিতে পারিনি। আজকাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারলেই মায়েরা গর্বিত। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এরপর সংস্কৃতি সংহতির সভাপতি পুলিকেশ রায় বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান এ উর্দূভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে গোটা পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এই দিনটিতে। বহু মানুষের প্রাণহানি হয়। বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবি নিয়ে সংগঠিত মিছিল যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ আসে পাকিস্তানের জঙ্গি পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান জব্বার, সালাম, বরকত, রফিক নামে চার যুবক। ঢাকার রাস্তা সেদিন রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পায় বাংলা ভাষা। পুলকেশবাবু আরও বলেন, সারা বিশ্বে কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এমন আন্দোলন নজীর বিহীন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা দেশ জন্ম নিয়েছিল। বর্তমানে আমাদের দুই বাংলার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এরপর কাউন্সিলর বিভাস মুখার্জী (মনু) নিজের লেখা সুন্দর একটি কবিতা পাঠ করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এতকিছু আলোচনার পরেও আক্ষেপ থেকে যায় দুই বাংলায় বাংলা ভাষার মর্যাদা নিয়ে। ওপারে যখন বাংলা প্রশাসনিক স্তরে স্বীকৃতি পায়, এপারে তখন শুধুই পিছিয়ে যায় বাংলা ভাষা। ওপারে যখন বাংলা নিয়ে আবেগ বাড়ে, তখন এপারে আমরা আঁকড়ে ধরি বিদেশি ভাষাকে।

হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিধায়ক

রিম্পি ঘোষ: সম্প্রতি ইষ্টার্ন রেলওয়ে (হাওড়া ডিভিশন) হকার্স ইউনিয়নের চুঁচুড়া শাখার সপ্তম সম্মেলন চুঁচুড়া ষ্টেশন সংলগ্ন ১ নং বাসষ্ট্যান্ডের কাছে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার, আই.এন.টি.টি.ইউ.সি –র রাজ্য সভাপতি বিদ্যুৎ রাউত, চুঁচুড়ার পুর–প্রধান গৌরীকান্ত মুখার্জী, উপ–পুরপ্রধান অমিত রায়, কোদালিয়ার ১ নং পঞ্চায়েত প্রধান দেবাশীষ চক্রবর্তী ও কোদালিয়ার ১ নং পঞ্চায়েত প্রধানা কৃষ্ণা দাস, আইনজীবি মলয় মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। বিধায়ক অসিত মজুমদার সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত এই যে কোন হকারকে উচ্ছেদ করা চলবে না। হকারদের অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে দেওয়া যাবে না। দল আপনাদের পাশে আছে।

বিধায়ক মানস মজুমদার রেলের আর.পি.এফ ও জি.আর.পি.এফ –এর অন্যায়– অত্যাচারের বিরুদ্ধে হকার্স সংগঠনকে শক্তিশালী গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আই.এন.টি.টি.ইউ.সি–র রাজ্য সভাপতি বিদ্যুৎ রাউত কেন্দ্রীয় সরকারের পুরোনো ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বিধায়ক অসিত মজুমদার হকারদের বৈধকরণ, উন্নতমানের যাত্রী পরিষেবার ব্যবস্থা, উন্নতমানের যাত্রীসাধারনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবীসংক্রান্ত পত্র সকল সদস্যদের হাতে তুলে দেন। ইউনিয়ন সূত্রে জানা যায়, চুঁচুড়া প্ল্যাটফর্মে প্রায় ১১৪ জন ও রানিং প্রায় ৬০ জন সবমিলিয়ে প্রায় ১৭৪ জন এই হকার ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। সম্মেলনের সবশেষে প্রায় ২০ জন দুঃস্থকে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বস্ত্রদান করা হয়।

সোনারপুরে পুজো সম্মান

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার: সোনারপুর থানা সমন্বয় কমিটির শারদীয়া ও শ্যামা পুজার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল সোনারপুর স্টেশন সংলগ্ন সত্যজিৎ রেলওয়ে ইনস্টিউড হলে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের বিধায়ক, রাজপুর –সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যন পল্লব দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৈকত ঘোষ, বারুইপুর এস ডি পি ও অর্ক ব্যানার্জ্জী, বিডিও সৈকত মাঝি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায়। পরেশবাবু জানান এবারে শারদীয়া ও কালী পুজোয় কোনও ধরনের অশান্তি হয় নি। তাঁর দাবি সোনারপুরে সিংহভাগ ক্রাইম কমে গেছে। তিনি আরও জানান এবারে বিসর্জনকেও পুরস্কারের বিষয় হিসাবে রাখা হয়েছে। বিসর্জনে যারা গন্ডোগোলে জড়িয়ে পড়েছে তাদের নম্বর কমে গেছে। সৈকতবাবু বলেন বর্তমানে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ কিছু গুজব ছড়ানো হচ্ছে। অন্য জায়গার গন্ডোগোলের ছবি সোনারপুরের ঘটনা বলে দেখানো হলে আপনি লিখুন এধরনের কোনো ঘটনা সোনারপুরে হয় নি। কোনও গুজব ছড়ানো হলে থানায় খবর দিন। থানা আপনাকে সাহায্য করার জন্য বসে আছে। অনুষ্ঠানে সেদিন পঁয়ত্রিশটি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র কয়েকজন হাতেগোনা কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে শিল্পী রুপঙ্করের গানে অনুষ্ঠান জমে ওঠে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেষ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক চলচ্চিত্রের সপ্তম জাতীয় উৎসব ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়াম প্রেক্ষাগৃহে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। ১৮ ফেব্রুয়ারি এই উৎসবের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন মুম্বাইয়ের খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার মধুর ভান্ডারকার। তিনি বিজয়ীদের এদিন পুরষ্কৃত করেন। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

স্মৃতিলতা বিশ্বাস : পশ্চিমবঙ্গে প্রাণি চিকিৎসকদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরেনারি অ্যালোমিনা অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল সল্টলেকের ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টারের অডিটোরিয়ামে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সভার উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সাধন পান্ডে। দীর্ঘকাল ধরে এই সংগঠন বাম সরকারের বঞ্চনা পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে।

মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গত মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পাবলিক লাইব্রেরিতে ক্যানিং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ দিনের অনুষ্ঠানে লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক লিপিকা গুপ্তা ভাষা আন্দোলনের উপর আলোকপাত করেন। ইটখোলা রাজনারায়ণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পতিত পাবন মন্ডল বলেন ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই দাবি তুলে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় চত্বরে মিছিলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন ১১ জন। সেই থেকে অমর হল আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। ঝুমা দাস লোক সংগীতের মাধ্যমে তুলে ধরেন মাতৃভাষা দিবসের আবেগ।

অন্যদিকে ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগেও যথাযথ পালিত হয় মাতৃভাষা দিবস।

আগুনে পুড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে ঘুটিয়ারি শরিফ ফাঁড়ি থানার নবপল্লি গ্রামে আগুন লেগে মায়া গায়েন (৪০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ২০ বছর আগে নবপল্লি গ্রামের বাসিন্দা দিনমজুর মিলন গায়েনের সঙ্গে বিয়ে হয় বারুইপুরের ধপধপি গ্রামের মায়া সরদারের। তাদের ২ মেয়ে। বড় মেয়ের আগামী মাসের ৫ তারিখে বিয়ে হওয়ার কথা। টানাটানির সংসারে বেশ কিছুদিন ধরে মায়া ও মিলনের মধ্যে সাংসারিক অশান্তি চলছিল। এদিন রাতে মিলনের বাড়ি থেকে আগুন আগুন বলে চিৎকারের শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসে। তারা গৃহবধূকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে আগুনে পুড়ে জখম মিলন গায়েন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মায়ার বাবা নিতাই সরদার থানায় মিলনের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ দায়ের করেন।

লাইনে ফাটল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালে হাওড়া যাওয়ার সময় লাইনম্যান ইন্দ্রদেব পাসোয়ানের তৎপরতায় বড়োসড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল ডাউন ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার। ওই রেলকর্মী রেললাইনে ফাটল দেখে লাল কাপড় হাতে নিয়ে রেললাইন ধরে দৌড়াতে থাকেন। ঘটনাস্থল পান্ডবেশ্বর স্টেশনের ৪০০ মিটার দূরে। রেলের আধিকারিকরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। মেরামতির পর সকাল ৮টা ১৫মিনিট নাগাদ পান্ডবেশ্বর স্টেশনে ৪৫ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা ডাউন ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

ঝুলন্ত দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ ফ্রেবুয়ারি দুপুরে লাভপুরের গোপালপুর কেন্দ্রীয় নবোদয় বিদ্যালয়ের মধ্যে পেয়ারা গাছে এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ছাত্রের নাম অনিকেত বাগ্দী (১২ বছর)। মহুরা গ্রামের রেলকর্মী বাসুদেব বাগ্দীর ছেলে অনিকেত ২০১৬ সালের আগস্ট মাসে ভর্তি হয় এই স্কুলে। খুনের অভিযোগ দায়ের করে অনিকেতের পরিবার। অনিকেত র‍্যাগিং–এর কথা আগে জানিয়েছিল বলে দাবি পরিবারের।

হাতির তান্ডবে জখম ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় দাঁতাল হাতির তান্ডবে জখম হয়ে পাঁচ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়। ভোর হওয়ার আগে তিনটে দাতাঁল হাতি ইলামবাজারের চৌপাহাড়ী জঙ্গল থেকে বক্রেশ্বর নদী পেরিয়ে আমোদপুরে ঢুকে পড়ে। প্রথমে ঢোকে জুইথা গ্রামের জঙ্গলে। তারপর পাহাড়পুর জঙ্গলে। হাতির দলটি এতাপুর গ্রামের এক বাসিন্দার রান্নাঘর, মুর্গাবনি গ্রামের এক বাসিন্দার ধানের গোলা ভেঙে দেয়। আলু ও গমের তিনটি জমির ফসল নষ্ট করে। ভালদহ গ্রামে দাতাল হাতি শুঁড়ে করে কার্তিক বসাক নামে এক যুবককে আছাড় মারলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মাদ্রাসা থেকে রাতে ফেরার পথে হাতির সামনে পড়ে যায় পরিহারপুর গ্রামের প্রৌঢ় শেখ ইউসুফ। তাকে হাতিটি তুলে আছাড় মারায় তাকে ভর্তি করা হয় সাইথিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। সাইথিয়া কলেজের কাছের আদিবাসীপাড়ায় একটি মাটির বাড়িও ভেঙে দেয় হাতির দলটি। ভোরে বনগ্রামে কল থেকে জল আনার সময় পিছন থেকে একটি দাতাল হাতি তুলে আছাড় মারে বৃদ্ধা অভয়া মন্ডলকে। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন। সন্ধ্যায় হাতির দলটি ভাবঘাটি এলাকায় ঢুকে পড়ে। দেরিয়াপুরের সাউলডিহি গ্রামের স্বপন ধীবরকে আছাড় মারে হাতিটি। সিউড়ী সদর হাসপাতালে এখন সে ভর্তি। শেওড়াকুড়ির কাছে হাতির জন্য ২০ মিনিট অবরুদ্ধ থাকে ৬০ নং জাতীয় সড়ক।

শ্যালিকাকে কোপ

অরিন্দম রায়চৌধুরী : মধ্যমগ্রাম পুরসভার নতুনপল্লি এলাকায় জামাইবাবুর ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম হলেন শ্যালিকা। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মধ্যমগ্রাম নতুনপল্লি এলাকায়। এ দিন সন্ধ্যায় বাপের বাড়িতে বসে সেলাই করছিলেন অলোকা সাহা। জামাইবাবু উৎপল সাহা ও অলোকা সাহা মধ্যমগ্রাম নতুনপল্লির বাসিন্দা। ৮ দিন আগে শ্যালিকা অলোকাদেবীর বিয়ে হয় নতুনপল্লি এলাকাতে। পুলিশ জানায়, আচমকাই ঘরে ঢুকে জামাইবাবু অলোকাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বারাসাত জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উৎপল সাহা পলাতক। অলোকার স্বামী পিন্টু মন্ডল বলেন, 'ওই বিয়েতে জামাইবাবুর আপত্তি ছিল। বিষয়টি আমাকে জানিয়েছিল।'

জমি নিয়ে রণক্ষেত্র পূজালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ শহরতলির পূজালি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে গায়েন পাড়ায় জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ঘটনায় প্রকাশ ওই পাড়ার আতিয়ার মিস্ত্রির পরিবারের সঙ্গে পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান ফজলুল হকের ঘনিষ্ঠ এক কাউন্সিলারের লোকজনের সঙ্গে বিবাদ চলছিল। ঘটনার দিন আতিয়ার মিস্ত্রির ছেলে আরিফের সঙ্গে সেখ লালবাবুর বচসা বাঁধে। স্থানীয় মানুষজন জানায় আরিফ নাকি লালবাবুকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। লালবাবুর লোকজন ক্ষোভে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে আতিয়ার মিস্ত্রির বাড়িতে আগুন লাগিয়ে ভাঙচুর চালায়। বজবজ থানার পুলিশ দমকল নিয়ে আগুন নেভাতে গেলে গ্রামবাসীরা তাদের ওপর চড়াও হয়। পুলিশের তিনটি জিপ ভাঙচুর করা হয়। একটি জিপ উল্টে দেওয়া হয়। বোমাবাজিও হয়। পরে পুলিশ ওই ঘটনায় ১২ জনকে আটক করে। অভিযুক্ত আরিফ ও তার পরিবার পালিয়ে যায়। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা আছে। এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন। জমি নিয়ে বিবাদ থাকলেও, শাসক তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল ও এই ঘটনার অন্যতম কারন। ভোট যত কাছে আসবে, এই কোন্দল বাড়ার আশঙ্কাও থাকবে।

বুড়ুল–ধর্মতলা বাস চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সাতগাছিয়া বিধান সভার বুড়ুল থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবার উদ্বোধন করলেন সাতগাছিয়ার

বিধায়ক সোনালী গুহ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজতকান্তি বিশ্বাস, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি স্বপন হাতি, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সোনালী গুহ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় এই সরকারি বাস পরিষেবার সূচনা হল। বুড়ুল রানিয়া, সাতগাছিয়া অঞ্চলের মানুষের সুবিধা হবে। আগামী দিনে বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। সোনালী গুহ বলেন। আগামী দিনে বুড়ুলকে কেন্দ্র করে পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে।

প্লাস্টিক দূষণ গ্রাস করছে মাতলা নদীকে

বিশ্বজিৎ পাল : ক্যানিং মানে সুন্দরবন, আর সুন্দরবনের সিংহ দুয়ার ক্যানিং। তবে ক্যানিং মাতলা নামে পরিচিত ছিল। ১৮৬২ সালে মার্চ মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন আর্ল ক্যানিং। আর্ল ক্যানিং একজন শান্ত প্রকৃতি, ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রগাঢ় বুদ্ধি ও কার্যদক্ষ শাসন কর্তা ছিলেন। লর্ড ডালহৌসি কার্যত্যাগ করলে ১৮৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর বন্ধু আর্ল ক্যানিং ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হয়ে আসেন। তিনিই হন ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়। ১৮৬২ সালে ১৭ জুন আর্ল ক্যানিং–এর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর ১৮৬৩ সালে মাতলা ক্যানিং নামে পরিচিত হয়। সুন্দরবনের বন্দর, শহর, ক্যানিং টাউন, সুন্দরবনের সিংহ দুয়ার লর্ড আর্ল ক্যানিং নামে নামাঙ্কিত। সুদরবনের বিদ্যাধরী, করতোয়া, আঠারো বাঁকী এই তিনটি নদীর মিলনে মাতলা নদী সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে আঠারো বাঁকী নদীটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তার উপর এখন মানুষের বসবাস। বর্তমানে ক্যানিং–২ ব্লকে করতোয়া নদী এবং ক্যানিং–১ ব্লকে ক্যানিং মাতলা নদী ধ্বংসের পথে। একদিকে যেমন নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছের ফিসারি গড়ে উঠছে। তেমনি ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চলছে নদীর চড়ে জবর দখলের প্রতিযোগিতা। এমন অবৈধ জবর দখলকারী দোকানদাররা প্রতিদিন কুইন্ট্যাল কুইন্ট্যাল প্লাসটিকের ব্যাগ, থার্মোকল প্রকাশ্যে ফেলছে ক্যানিং মাতলা নদীতে।

মাতলা সেতুর রাস্তার দুধারে জবরদখলকারী দোকানদাররা ক্যানিং

মাতলা নদীতে ফেলছে প্লাসটিকের ব্যাগ, থার্মোকল, ময়লা আর্জনা। ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং ভারসাম্য হারাচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগে সজনে খালিতে একটি মৃত হরিণের ময়না তদন্তে হরিণের পেট থেকে পাওয়া যায় প্লাস্টিক। ফলে সুন্দরবনে নদীতে প্লাসটিক, থার্মোকল ফেললে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা নেওয়া হয়। অথচ ক্যানিং মাতলা নদীর পাড়ে ক্যানিং মহকুমা শাসক কার্য্যালয়, ক্যানিং–১ বিডিও অফিস এবং পঞ্চায়েত সমিতি ভবন, মাতলা রেঞ্জ বন বিভাগ, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলি অবস্থিত। স্থানীয় মানুষজন ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে বলেন বিভাগীয় দফতরগুলির ঢিল ছোড়া দূরত্বে নদীতে ফেলা হচ্ছে প্লাসটিকের ব্যাগ, থার্মোকল, ময়লা আবর্জনা। তখন কি নব নির্মিত ক্যানিং মাতলা নদীর চরে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে গড়ে উঠছে মাছের ভেড়ি।

ফলে পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে এবং দূষিত হচ্ছে। বিভাগীয় দফতরের উচিত যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া। বনদফতরের মাতলা রেঞ্জ অফিসার নীল রতন গুহ জানান এমন ধরনের কোনও অভিযোগ নেই। তবে যেগুলি অভিযোগ হচ্ছে সে বিষয়ে খতিয়ে দেখে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন নদীতে প্লাসটিকের ব্যাগ, থার্মোকল, ময়লা আবর্জনা না ফেলা আইনত অপরাধ। তবে এ বিষয়ে বিভাগীয় দফতরে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য বলেন এমন ধরনের কোনও অভিযোগ পায়নি। তবে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে যথাযথভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টাকা হাতাতে খুন মাছ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারাসতের ক্ষুদিরাম পল্লি পুঁই পুকুরের বাসিন্দা সুশান্ত পাত্র, পেশায় মাছ ব্যবসায়ী (৩৯)। ঘোলা কাজিপাড়া এলাকায় বন্ধুরা তাঁকে ফোনে ডাকে। লটারিতে জিতেছিলেন ৯০ হাজার টাকা। সেই জেতা টিকিট হাতাতেই সুশান্তকে খুন করে বাঁশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিল তাঁর বন্ধুরা। এমনই অভিযোগ সুশান্তর পরিবারের। শনিবার রাতে ঘোলা কাজি পাড়ার বন্ধুরা ফোন করে ডাকে। সুশান্তও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তারপর আর ফেরেনি। রবিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় একটি নির্মীয়মান দোকানের ভেতর থেকে। গলায় দড়ি বাঁধা। হাঁটু মোড়া। সুশান্তর বাবা আশুতোষ পাত্রের অভিযোগ, লটারি টাকা লোভেই আমার ছেলেকে পরিকল্পনা করে খুন করেছে তার বন্ধুরা। আশুতোষবাবু বলেন, 'লটারির টিকিট কাটা আমার ছেলের অভ্যাস, ৬ মাস আগে সে লটারিতে টাকা পেয়েছিল। শনিবারও সে ফের লটারিতে জিতেছিল নব্বই হাজার টাকা। ওই লটারির টিকিট হাতিয়ে নিতেই সুশান্তকে খুন হতে হয়েছে। আশুতোষবাবুর তিন ছেলের মধ্যে সুশান্ত বড়। বাকি দুই ছেলে গৌরাঙ্গ, হরেকৃষ্ণরও মাছের ব্যবসা। প্রতিদিন নিয়ম করে ঘোলা কাজি পাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যেতেন সুশান্ত। রবিবার সকালে নাতি সৌমিত্রর কাছে আশুতোষবাবু জানতে পারেন, সুশান্ত শনিবার রাতে বাড়ি ফেরেনি। তার কাছে নগদ ১০ হাজার টাকা পাওয়া যায়নি। যেভাবে নাইলনের দড়ি দিয়ে ছোট একটি বাঁশে সুশান্তর দেহ ঝুলছিল। তা থেকে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, তাঁকে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা সরকার ও আশিস সাহা প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে প্রথম সুশান্তর মৃতদেহ দেখতে পান। এরপর খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তার আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ছেলের মৃত্যুর মর্মান্তিক খবর পেয়ে যান। শুনেই তিনি চলে যান বারাসাত হাসপাতালে। তাঁর দাবি ছেলের খুনিদের গ্রেফতার করে ফাঁসি দিতে হবে। সুশান্তর মৃতদেহ ময়দা তদন্তে পাঠানো হয়েছে। কাজিপাড়ায় তাঁর বন্ধুদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। কিন্তু মৃতদেহ পুঁইপুকুরে কীভাবে এল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। অত্যন্ত মিশুকে বলে পরিচিত সুশান্তর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্ষুদিরাম পল্লি এলাকায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সন্ধের পর থেকেই সমাজ বিরোধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষুদিরাম পল্লি। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয় নি। ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের পাশাপাশি এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

বাইক রেসের বলি ১

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : মুখ্যমন্ত্রীর সাধের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' হোর্ডিং ব্যানারেই রয়ে গিয়েছে। বাইক রেসে প্রাণ দিয়ে বোঝালো ১৭ বছরের তরতাজা যুবক প্রীতম ঘোষ। ঘাসিয়ারা বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণির ছাত্র নাবালক প্রীতমের আবদার বাইক কেনার। সোনাপুরের পূর্বশিবতলার বাসিন্দা পেশায় প্রোমোটার পলাশ ঘোষ একমাত্র সন্তান ছেলের লাইসেন্স পাওয়ার বয়স না হলেও মেটালেন সেই আবদার। শুরু হোল প্রীতমের স্পিড বাইক রেস। বাবা বুঝলেন না কি সর্বনাশ ডেকে আনলেন পরিবারে। ঘনটার দিন সন্ধ্যায় বাইপাসে প্রীতম বাইক রেসে মাতে তিন বন্ধুর সঙ্গে। হঠাৎ করে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে মাথা দু ভাগ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে প্রীতম। যদি হেলমেট থাকত তাহলে হয়তো সে বেঁচে যেতো বলে মত ঘটনা স্থলের ভীড় করে থাকা সজল দর্শকদের। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন কামালগাজী নরেন্দ্রপুর বাইপাসে রাতে কোনো ট্রাফিক পুলিশ বা সিভিক ভলেন্টিয়ারের দেখা মেলে না। বাইপাসে বেশ কিছু জায়গায় আলো টিমটিম করছে। সব মিলিয়ে সন্ধ্যার সাতটার পর বাইপাস ভয়ানক দুর্ঘটনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

লরিরতলায় পিষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বাবা পরীক্ষা শুরুর আগেরদিন রাতে লরির তলায় প্রাণ দিলেন। ঘটনাটি ঘটে সোনারপুরে বোসপুকুর মোড়ে। ফোনে মেয়ের সঙ্গে কথা বলে মিষ্টি কিনতে যাচ্ছিলেন সাইকেলে চেপে। পিছন থেকে ধাক্কা মেরে একটি লরি পালিয়ে যায়। ফের পিছনে থাকা আর একটি ট্রাক পিষ্ট করে দেয় সোনারপুর স্বর্ণকার পাড়ার বাসিন্দা ৩৬ বছরের বাবু মন্ডলকে। স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা ট্রাকটিকে চালক সহ ধরে ফেলে। বাকি দুজন পালিয়ে যায়। বাবুর দুই সন্তানের মধ্যে একটি ছেলে ক্লাস সিক্সের ছাত্র। মেয়ে প্রিয়া এবার মাধমিক পরীক্ষার্থী।

প্রাপ্য টাকা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন বারাসতের ডেকরেটররা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সদর বারাসতের কালীপুজো সংবাদের শিরোনামে স্থান করে নিয়েছে। প্রতিবছরই এই শহরের প্রতিষ্ঠিত ও নামী বিচিত্র ক্লাব সংগঠনের কালীপুজোয় দর্শনার্থীদের ঢল নামে। অথচ সম্প্রতি সেই কালীপুজোর উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দিলেন বসিরহাট মহকুমা ডেকরেটর্স সমিতির সপ্তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত বর্ষীয়ান ডেকরেটর্স সদস্যবৃন্দ। শিল্প কৌলিণ্যে বারাসতের কালীপুজোর জনপ্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গে শীর্ষ ছুঁয়েছে। প্রতিবছরই কালীপুজোয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নামজাদা বিভিন্ন ক্লাব। এই সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, এইসব ক্লাব সংগঠনগুলির একাংশ ডেকরেটর্সের প্রাপ্য টাকা মেটায় না। ২০১৫ সালের কালীপুজোয় বারাসতের হেলাবটতলার একটি নামজাদা পুজো কমিটি বসিরহাট কাটিয়া ইউনিটের চিত্রকলা ডেকরেটর্সের ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এখনও পর্যন্ত পরিশোধ করেনি। এই ডেকরেটর্সের পাওনা টাকা চাইতে গেলে এই ক্লাবের সদস্যরা বারাসত ডেকরেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রদীপ কুমার ঘোষ ও যুগ্ম সম্পাদক অনুপ কুমার সরকারকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকিও দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বারাসতের খ্যাতনামা কালীপুজো সংস্কৃতিতে কিছুটা হলেও কলঙ্কের ছোঁয়া লাগল বলে মনে করছেন বসিরহাট মহকুমা ডেকরেটর্স সমিতির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। দুদিন ব্যাপী এই সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল শাসন থানার পার্শ্ববর্তী স্বস্তি ভিলেজে। বসিরহাট মহকুমা ডেকরেটর্স সমিতির ছত্রছায়ায় রয়েছে ১৫টি ইউনিট। ডেকরেটর্স মালিকরা এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে ডেকরেটর্স ব্যবসার স্বার্থে জরুরি দাবিগুলোর পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। সংগঠনের উপদেষ্টা প্রদীপ কুমার ঘোষ, যুগ্ম আহ্বায়ক হানিফ মোল্লা, সভাপতি দেবদাস বৈদ্য, সম্পাদক বিশ্বরূপ মন্ডল, কোষাধ্যক্ষ বাপ্পাদিত্য রায়, হিসাব পরীক্ষক পুলিন ঘোষ বিভিন্ন দাবি–দাওয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তারা সমস্বরে জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের চাপানো ১২.৫ শতাংশ পরিষেবা কর বাতিল করতে হবে। সকল ডেকরেটর্সের জন্য সহজ শর্তে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা চাই। সমস্ত সরকারি কাজ ডেকরেটর্স কনট্রাক্টরদের দিতে হবে। একইসাথে সিভিল কনট্রাক্টরদের প্যান্ডেলের কাজ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। যত্রতত্র অনুষ্ঠান বাড়ির লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। সম্মেলন সূত্রে জানা যায়, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় প্রায় তিন হাজার ডেকরেটর্স এবং সমগ্র রাজ্যে প্রায় ৩৫ হাজার ডেকরেটর্স রয়েছে। প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। প্রদীপ ঘোষ বলেন, 'বারাসত সহ পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ডেকরেটর্স ব্যবসায়ীদের উপর বিভিন্ন আক্রমণ ও নির্যাতন নেমে আসছে। বিভিন্ন পুজো কমিটির রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা যে ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চলেছে, তাতে আগামীদিনে এই ব্যবসায় অশনি সংকেত দেখা দিতে পারে।' তবে ডেকরেটর্স সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মালিক পক্ষ একত্রিত হয়ে এইসব পুজো কমিটিগুলিকে বয়কট করলে রাজ্যের উৎসব সংস্কৃতিতে নেমে আসতে পারে এক অন্ধকার অধ্যায় বলে মনে করছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিপ্রেমী মহল।

শুরু হল হিন্দমোটর বইমেলা

রিম্পি ঘোষ: গত ১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরপাড়া কোতরং জনস্বার্থ পরিষদের উদ্যোগে হিন্দমোটর ফ্রেন্ডস ইউনিট ক্লাব প্রাঙ্গণে শুরু হল হিন্দমোটর বইমেলা। এই বছর এই বইমেলা ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করল। বইমেলার উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী বাবলু সামন্ত ও শম্পা সামন্ত। কলকাতা দূরদর্শনের বার্তা সম্পাদক পার্থ চক্রবর্তী ও অভিনেতা অসীম কর্মকারকে এই মেলাতে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই বছর মেলাতে প্রায় ৪০ টি বইয়ের ষ্টল রয়েছে। প্রত্যহ মেলা প্রাঙ্গণ দুপুর ২টো থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। মেলা কমিটির সম্পাদক বাবলু সামন্ত, নিতাই দাশগুপ্ত ও লোটা ঘোষ জানান, দশদিন ধরে মেলা প্রাঙ্গণে নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, অঙ্কন ইত্যাদি রকমারি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

জখম ডাককর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসবিআই ব্যাঙ্কের রামপুরহাট শাখায় কর্মরত এক নিরাপত্তারক্ষীর রাইফেলটি হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যায়। তার থেকে গুলি বেরিয়ে মাটিতে লাগলে একটি পাথর ছিটকে আহত হন ব্যাঙ্কের গ্রাহক ডাককর্মী আনন্দ মন্ডল। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তারক্ষী প্রদীপ সাহাকে।

পূজালিতে জনসচেতনতা সভায় মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ ফেব্রুয়ারি পূজালি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পূজালী রথতলা মাঠ প্রাঙ্গণে জনসচেতনতা সভায় মানুষের ঢল নামে। ১৬টা ওয়ার্ড থেকেই সংগঠনের প্রতিটি শাখা থেকে নেতা নেত্রীরা শ্লোগান ও ব্যান্ড সংযোগে জনসভায় যোগদান করে।

বজবজের বিধায়ক অশোক দেবও সভায় উপস্থিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমিরুল ইসলাম (খোকন)। আমিরুল বাবু বলেন, পূজালির মানুষদের সচেতন করতেই এই সভা। কারণ সচেতন নাগরিকই সুরক্ষিত নাগরিক। আগামী পুর নির্বাচনে পূজালির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে এবং দুর্নীতি পরায়ণদের পরাজিত করে মানুষরা যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার কারণেই সভা ডাকা। মা মাটি মানুষের কান্ডারী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্ব বাংলা গড়ার ইতিহাসে পূজালিও স্থান করে নেবে।

ক্যানিং মহকুমা বইমেলা

বিশ্বজিৎ পাল : গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের রেল সংলগ্ন মাঠে ১৫তম ক্যানিং মহকুমা বইমেলার উদ্বোধন করেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল নস্কর। মেলা চলবে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মেলার উদ্যোক্তা নিউ পল্লব সাহিত্য পত্রিকা গোষ্ঠী। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, মহকুমা শাসক প্রদীপ আচার্য, বিডিও কিংশুক চন্দ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, মাতলা– ১ ও ২ পঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা, উত্তম দাস প্রমুখ। শৈবাল লাহিড়ী এমন ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বইমেলা কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান। বলেন পিছিয়ে পড়া এই এলাকায় এমন ধরনের উদ্যোগ

প্রেরণা দেবে ছাত্র–ছাত্রীদের। সাংসদ প্রতিমা মন্ডল নস্কর বলেন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবন জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সহ একাধিক সার্বিক উন্নয়ন মূলক কাজ হচ্ছে। বইমেলা শিক্ষার একটা অঙ্গ। তাই বই পড়ুন আর অপরকে বই পড়ান।

এদিন বইমেলার পক্ষ থেকে ২২ জনকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকরের ক্যানিং আগমনের ৮৪ তম বর্ষ ৭জন সাংবাদিককে 'স্মারক সম্মান প্রদান' করা হয়। কিংশুক চন্দ বলেন ১৯৩২ সালে ২৯ ডিসেম্বর বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজ্ঞানী কালী মোহন ঘোষ এবং কবির পরিবারের লোকজন আসেন ক্যানিং। আসেন ড্যানিয়েল ম্যাকনিন হ্যামিলটন সাহেবের আমন্ত্রণে। কবি গোলকুঠি সৌধটিতে সারা রাত বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন ৩০ ডিসেম্বর গোসাবার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার আগমনের এমন ধরনের স্মারক সম্মান প্রদান করার জন্য তিনি সাধুবাদ জানান মেলা পক্ষকে। মেলায় ৪০টি স্টল রয়েছে।

১ থেকে ৫০ জনের
সুন্দরবনের ভ্রমণের ব্যবস্থা
পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্
ক্যানিং রেলওয়ে নিউমার্কেট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
8768493400, 9232112629

এবারের বিষয়

এরা ডাক্তার!

অভিযোগ–১ : মহাশয় আমার বাবাকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি সরকারি আর জি কর, এসএসকেএম, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে ভর্তি করাতে না পেরে উপায় না দেখে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করাই। সেখানে ডাক্তারবাবু আমার বাবার রক্তের নানা পরীক্ষার নির্দেশ দিলে যেহেতু আমি রক্তের ওইসব পরীক্ষা ৫/৬ দিন আগেই Roy and Tribedi Diognestic Centre থেকে আমাদের পাড়ার এক ডাক্তারের অধীনে বাবা থাকাকালীন ওনার নির্দেশে করিয়েছিলাম সেই রিপোর্ট দেখালে উনি ওই রিপোর্ট নিতে অস্বীকার করে জানান ওদের নির্ধারিত সেন্টার–এ এই সব টেস্ট না করালে অসুখ নির্ণয় করা যাবে না। রোগীর বিপদ হতে পারে। উপায় না দেখে ওনার নির্দেশ মতই আবার প্রায় ১৫০০০ টাকা খরচ করে একই পরীক্ষা করাতে বাধ্য হই। সেখানে থাকাকালীন ৬ দিনে ১২৫০০ টাকা বিল ধরালে জমি, সোনা বন্ধক দিয়ে টাকা মিটিয়ে বাবাকে বাড়ি নিয়ে আসি। কিন্তু কিছুদিন পর বাবা এই বিশাল খরচের কথা জানতে পারেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই ধরনের চরম অর্থপিশাচ ডাক্তারদের এবং নার্সিং হোমের মালিকদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা না নিলে আমার বাবার আত্মার শান্তি হবে না। দয়া করে...

অভিযোগ ২ : আমার বিবাহ হয়েছে ৯ বছর আগে। আমি এক সন্তানের পিতা। প্রথম সন্তানের যখন ৭ বছর বয়স তখন আমার স্ত্রী গর্ভবতী হন এবং কোনও সরকারি হাসপাতালে ওকে দেখানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় একটা নার্সিং হোমে ওকে দেখানো শুরু করি। সন্তান জন্মাবার শেষ মুহূর্তে ডাক্তারবাবু আমাকে জানান সিজার করে বাচ্চা ভূমিষ্ট করাতে হবে, তা নাহলে বাচ্চার বিরাট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসায় জানা যায় এই নার্সিংহোম সম্প্রতি সিজারের জন্য প্যাকেজ সিস্টেম করা হয়েছে করা হয়েছে যার খরচ ৭৫০০০ টাকা। কিন্তু আমি অপরাগ বলায় ডাক্তারবাবু আমার অনুরোধের কোনও গুরুত্ব না দিলে স্থানীয় ক্লাবের ছেলেদের সাহায্যে এক এমপি সাহেবের চিঠি নিয়ে এক সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করাতে সমর্থ হই এবং আমার স্ত্রী স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের জন্ম দেয়। সিজার করার প্রয়োজনই হয় নি। মহাশয় দয়া করে এই সব জল্লাদরূপী ডাক্তার যারা মিথ্যে ভয় দেখিয়ে গরিবদের নিঃস্ব করে নিজেরা বিপুল অর্থের মালিক হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনত ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের মতো শত শত গরিব পরিবারকে বাঁচান। তা নয়ত...

অভিযোগ–৩ আমার মার বয়স ৬২ বছর। কিছু দিন আগে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করি। ৩ দিন পর জনৈক ডাক্তারবাবু পেসমেকার লাগাবার কথা বলেন এবং জানান এর মূল্য ১২০০০০ টাকা। আমার এক বন্ধু ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারি ডাক্তারের দেওয়া একই কোম্পানির সেই পেসমেকারের দাম আসলে ৬৫০০০ টাকা। অবাক হওয়ার ঘটনা এই যে, ৫৫০০০ টাকা কমে আমি সেই পেসমেকার কেনার জন্য আগাম কিছু টাকা মিটিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবুকে জানালে উনি বলেন ওটার কোয়ালিটি খারাপ। রোগীর কিছু হলে কে দায়িত্ব নেবে? সরকারি হাসপাতালে এই অপারেশন ভাল হবে না। অমুক নার্সিং হোমে এখনই ভর্তি করান তা নয়তো বিপদ হতে পারে...

আরও নানা ভয়যুক্ত কথা বলায় কিছুটা ভয় পেয়ে আমি রাজি হই এবং ওনার নির্দেশ মতো নার্সিংহোমেই ভর্তি করাই। কিন্তু পেসমেকার বসাবার ৬ দিন পর আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। আমরা বুঝতে পারলেও ওরা মায়ের জীবন বাঁচাতে শেষ চেষ্টার নাম করে ভেন্টিলেশানে রাখে এবং কৃত্রিম যন্ত্র বসিয়ে হৃদস্পন্দন চালু আছে দেখিয়ে ছয় দিন পর আমার মায়ের মৃত্যু ঘোষণা করে। চিকিৎসা বাবদ ২৫৫০০০ টাকা দাবি করলে আমরা প্রতিবাদ করি। কিন্তু টাকা পুরো মিটিয়ে না দিলে মৃতদেহ ছাড়বে না বলায় কোনও উপায় না দেখে আমার একমাত্র সম্বল জমি বিক্রি করার চুক্তিতে অ্যাডভান্স নিয়ে সমস্ত টাকা দিতে বাধ্য হই এবং চোখের জলে শ্মশানে মাকে দাহ করি। এই সব ভদ্রবেশী ডাকাতদের বিরুদ্ধে সরকার সব জেনে শুনেও কেন চরম শাস্তির ব্যবস্থা করছে না? এই ধরনের নার্সিংহোমগুলো বহুদিন ধরেই চিকিৎসার নাম করে শত শত মানুষের চরম সর্বনাশ করছে। এদের খোঁজ নিয়ে আইনত ব্যবস্থা নিয়ে বাধিত করুন... ইতি...

যে সব থানার অধীনে এই ধরনের নার্সিংহোম– হাসপাতাল আছে সেখানে এরকম প্রচুর অভিযোগ জমা পড়ে। কোনও কোনও থানার বড়বাবুরা এই সব অমানবিক ডাক্তারদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেস করেন। তবে এই ধরনের তদন্তে অভিযোগকারীরা খুব একটা উপকৃত হন বলে মনে হয় না। কারণ অভিযোগ প্রমাণ করার মতো যে সব তথ্য (যেমন অন্য জায়গা থেকে পেসমেকার কেনা যাবে না, ভেন্টিলেশন–এ কৃত্রিম হৃদস্পন্দন মেশিন মৃত্যুর পরেও রেখে দেওয়া ইত্যাদি) প্রয়োজন সেগুলো পাওয়া যায় না। এই সব তথ্য ঠিক মতো রাখা জরুরি। তাছাড়া কিছু নার্সিংহোমের মালিক এবং কিছু ডাক্তারদের সাথে পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার, নেতা, মন্ত্রীদের যোগাযোগ থাকে। তাই অনেক বড়বাবুরা বদলি হওয়ার ভয়ে আইনত ব্যবস্থা নিতে চান না। লক্ষ্য করলে দেখবেন এখন কেউ চিকিৎসা করাতে ডাক্তারের কাছে গেলে দর্শনী ৬০০ থেকে ১০০০ টাকা দেওয়া হয় কিন্তু পরে শুধুমাত্র অ্যাডভাইস নিতে গেলেও যতবার যাবেন ওই টাকা দিতেই হবে। অথচ চেন্নাইয়ের হাতপাতাল– নার্সিংহোমে এই সব সিস্টেম নেই।

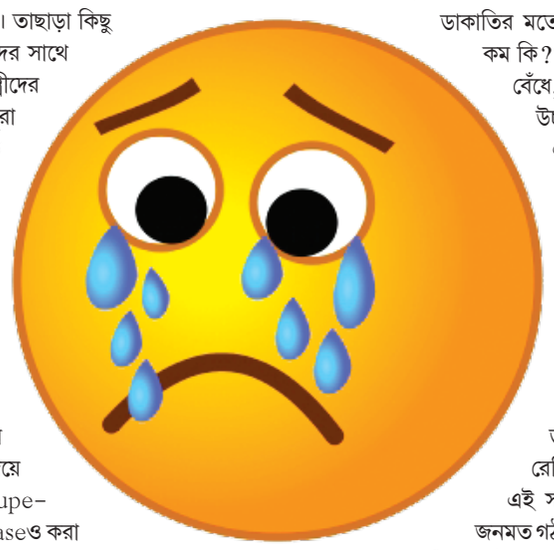

যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে প্রথমে পুলিশ স্টেশনে তথ্য সহ অভিযোগ জমা দিয়ে রিসিপ্ট কপি নেবেন (রিফিউস করলে Superior কে জানাবেন। এর বিরুদ্ধে কোর্টে caseও করা যায়) MCI Medical Council of India এবং Medical council of West Bengal–এও অভিযোগ জানাতে পারেন। তাছাড়া Consumer forum–এও কেস করা যায়। মনে প্রশ্ন জাগে এই ধরনের শত শত নির্দয় ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ থাকলেও কতজন ডাক্তার–এর রেজিস্ট্রেশন ক্যানসেল বা শাস্তি হয়েছে? মাঝে মাঝে ভাবি গ্রামে গঞ্জে আমরা যারা বিভিন্ন থানায় বড়বাবু হিসাবে কাজ করেছি দেখেছি ডাকাতি হলে ডাকাতদের ধরার জন্য, অসহায় ভীত সন্ত্রস্থ গ্রামবাসীদের মনে সাহস জোগাতে, সান্ত্বনা দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কখনও কখনও ছুটে যান এবং ডাকাতদের চরম শাস্তি দেবার ঘোষণা করেন। এমনকি ব্যবস্থা না নিলে থানার বড়বাবু, সার্কেল ইন্সপেক্টর পর্যন্ত বদলী হয়ে যান। একটা থানা এলাকায় সারা বছরে হয়তো ২/৩টি ডাকাতি হয়। ডাকাতদের যাতে চিনতে না পারে তাই সে মুখ ঢেকে, কেউ কেউ মুখে কালি মেখেও ডাকাতি করে। আর শহরের স্বনামধন্য নামকরা কিছু ডাক্তারবাবুরা আজ নির্লজ্জের মতো প্রতিদিন বুক ফুলিয়ে কাগজে লিখে (Prescription, Medical Certificate etc) শত শত মানুষদের কি ভাবে সম্পূর্ণ বেআইনি পথে মৃত্যুর মিথ্যে ভয় দেখিয়ে অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে সেটা ডাকাতির মতো ঘৃণ্য অপরাধের থেকে কোনও অংশে কম কি? লোকলজ্জার ভয়ে ডাকাতরা মুখে কাপড় বেঁধে, রং মেখে ডাকাতি করে, আর এই সব উচ্চশিক্ষিত গলায় টাই পরা ডাক্তাররা! এরা গ্রামের কিছু কোয়াক ডাক্তারদের সাথে যোগ সাজস করে যেভাবে ভ্রূণ হত্যা করছে এবং ডাক্তারির নামে নতুন নতুন ফন্দি করে নানা পাপ ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করছে যা শুনলে এবং জানলে হতভম্ব হয়ে যাবেন। আমাদের প্রতিবেশী চিনে এই সব অপরাধীদের গুলি করে হত্যা করার বিধান আছে। আমাদের দেশে এই ধরনের ঘৃণ্য পাপী ডাক্তারদের শাস্তি তো দূরের কথা ওদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটই ক্যানসেল হয় না। এই সব হৃদয়হীন পাষন্ড ডাক্তারদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে গণ আন্দোলন করার সময় এসেছে কিনা পাঠকদের দয়া করে চিন্তা করার অনুরোধ জানালাম।

তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিই এই সব ঘুঘুর বাসা ভাঙতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কতটা পারবেন আগামী দিনেই জানা যাবে।

সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে সরকার সারা ভারতে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা একটিই করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। ভারতে বহুদিন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার এটা বুঝতে পেরেছে যে সরকারি এবং বেসরকারি ডাক্তারি পরীক্ষার বিভাজনে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির জন্য শিকার হচ্ছেন হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রী। কিছু অসাধু গোষ্ঠী এই ডাক্তারি পরীক্ষাটাকে শুধু নিজেদের অর্থ উপার্জনের জন্য হাস্যস্পদ করে তুলেছে। যেভাবে কালো টাকা উপার্জন করে কিছু ডাক্তার সরকারি ট্যাক্স ফাঁকি দেয় যার ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই।

চলছে নতুন স্বাদের ধারাবাহিক ১১

হ্যালো অরিন্দম বলছি

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ ধারার মধ্য দিয়ে। সেই সময় দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কি তারা জানে না। শুধু স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, প্রাণভরা ভালবাসা, যত্ন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে ওরা যৌবনে পৌঁছায় জীবনের বহু প্রতীক্ষিত এক সুন্দর পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে। আর তার পরেই শুরু হয় নানা গন্ডগোল। কেউ সমাজের চোখে হয়ে যায় খারাপ কেউ ভাল। কিন্তু খারাপ কেন হলো তা নিয়ে এই দেশে তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক বৈকল্য ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা। আজ এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মানসিকতা ও সৌন্দর্য চেতনা। মানবজীবনের চরম ভয়ঙ্কর সময় নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত। যখন শিথিল হয়ে পড়ে নীতি ও আত্মিক বন্ধন, তখন আদর্শের ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয় যার পরিণতি সত্যিই ভয়ংকর। দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই অল্প পরিসরে বিষদভাবে লেখা সম্ভব নয়। কিছু অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সামান্য ঘটনা জানিয়ে শুধু মাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায় নানা বিধিনিষেধ, মান অভিমান, অপমানকে উপেক্ষা করে আমার এই লেখা, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব আছে যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ, জাতি, দেশের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তারাই আমার শক্তি। যারা ধর্মের নামে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ার নামাবলি গায়ে দিয়ে নানা কৌশলে দিনের পরদিন মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে চিনিয়ে দিতেই আমার এই লেখা। ঘটনার বিষয়বস্তু সঠিক রেখে চরিত্রদের নাম ঠিকানা সামাজিক ও নিরাপত্তার করণে এবং আইনি বিধিনিষেধের জন্য পরিবর্তন করেছি, এই কাজ প্রতিহত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস। আমার এই লেখা পড়ে বিশেষত নারী পাচার সহ নানা ঘৃণ্য অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজে ও অপরকে সতর্ক করার জন্য যদি ট্রেনে, বাসে হাটে বাজারে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তবেই হবে এই লেখা এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সৎ ভাবনার সার্থকতা।

–অরিন্দম আচার্য্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)

ধন্যি মেয়ে

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা নানা স্বাদের পাতা উপহার দিচ্ছি। এ সংখ্যায় মহিলাদের জন্য আমাদের পাতা। রান্নাবান্না সাজ–সজ্জা–বিউটি টিপস, কৃতী মহিলাদের খবর প্রকাশ করব। আপনারা লেখা পাঠাতে পারেন এই বিভাগে। লেখা কিংবা বিজ্ঞাপনের জন্য ফোন করুন কিংবা হোয়াটস অ্যাপ করুন এই নম্বরে ৯৮৩০৮৫৪০৮৯/৯০৬২২০১৯০৬।

দুহাজার যাত্রায় অভিনয় করেছেন মানা গিরি

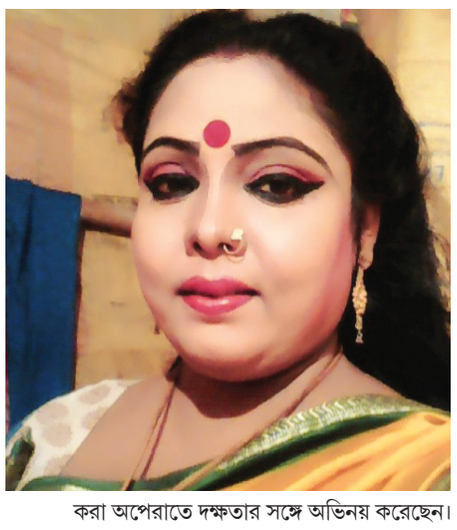

কুনাল মালিক : হঠাৎ করেই ১৬ বছরের ছটফটে মেয়েটাকেই দরকার পড়ল আসানসোলের অ্যামেচার যাত্রা পার্টির। কারণ মহিলা চরিত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। উৎপল দত্তের সাদা পোষাক যাত্রা পালায় অভিনয় করে সকলের নজর কাড়েন মানা দে (গিরি)। তখন সবেমাত্র ক্লাস নাইনের ছাত্রী মানা। এরপরই নট্টকোম্পানী থেকে ডাক পায় মানা। বাবা প্রতাপ দে ছিলেন সুরস্রষ্টা। সিন্থেসাইজার বাজাতেন দক্ষতার সঙ্গে। মা দেবী দে দক্ষ অভিনেত্রী। মা বাবার আশীবাদ আর প্রেরণাকেই সম্বল করে আজ মানা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম অভিনেত্রী।

গত ১৮ বছরে প্রায় দুহাজার যাত্রায় অভিনয় করে ফেলেছেন। নট্ট কোম্পানী, অগ্রগামী, দুর্গা অঞ্জলির মতো চিৎপুরের নাম করা অপেরাতে দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এখন অপেশাদার যাত্রা সংস্থায় যাত্রা করছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, বর্ধমান, হুগলি এমন কি বিহার থেকেও ডাক পান। নাচ–গান আর অভিনয় তিনটি বিষয়কেই রপ্ত করেছেন মানা। বিবাহ সূত্রে এখন বিষ্ণুপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। স্বামী কন্যা নিয়ে ভরা সংসার। মানা জানালেন উৎপল রায়, ত্রিদিব ঘোষের মত নট ও নাট্যকারদের স্নেহ পেয়েছি আমি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অভিনয় করে প্রচুর পুরস্কার পেয়েছি। তবে সরকারি সহযোগিতা তিনি পাননি। অভিনয় করে যা আয় করেন তাতে সংসার চলে যায়। মানা বলেন, সরকারি ভাবে অর্থ সাহায্য আশা করিনা। তবে সরকারি স্বীকৃতি বা সম্মান পেলে ভাল লাগত। মানা গিরি জানালেন, আজীবন অভিনয়ই করতে চান। যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে, তাহলে আবারও অভিনেত্রী হতে চাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে স্মরণ করে সকলের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করে মানা।

আপনাদের রূপচর্চার বিশস্ত প্রতিষ্ঠান
রূপটান লেডিস বিউটি পার্লার
নোদাখালী (স্কুল মোড়) দক্ষিণ ২৪ পরগণা
গোল্ড ফেসিয়াল | ডায়মন্ড ফেসিয়াল
ফেস ম্যাসাজ | স্টাইলিস হেয়ার কাট
হেয়ার স্পা | ব্লিচ | মেহেন্দি
কনে সাজানোর বিশেষ প্যাকেজ চলছে
সুলভ মূল্যে বিউটিশিয়ান কোর্স করানো হচ্ছে
যোগাযোগ
শুভ্রা মালিক
ফোন : 7003189019
সকাল – ১০টা থেকে রাত ৮.৩০ মিনিট
বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস বন্ধ

আপনাদের রূপচর্চার একমাত্র শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান
সাজো
স্থান ঃ বাখরাহাট পঞ্চায়েতের বিপরীতে জয়চণ্ডীপুর রোড
সুইটি দি পার্লারে দুপুরে ২ টা - রাত ৮টা পর্যন্ত থাকেন।
Mob.: 9883781221
নিউ ইয়ার উপলক্ষে সাজো বিউটি পার্লারের তরফ থেকে বিশেষ ঘোষণা
গোল্ড ফেসিয়াল মেশিন সহ ২৫০ টাকা।
ডায়মণ্ড ফেসিয়াল মেশিন সহ ৩০০ টাকা।
ফেস ম্যাসাজ মাত্র ১৫০ টাকায়।
স্টাইলিস হেয়ার কাট মাত্র ১৫০ টাকায়।
হেয়ার স্পা মাত্র ৫০০ টাকায়।
হেয়ার কালারের উপর বিশেষ ছাড় চলছে।
ব্লিচ করে ফেসিয়াল করা হচ্ছে মাত্র ৩০০ টাকায়।
আরো কয়েকটি বিশেষ অফার
কনে সাজানোর জন্যে সাজোর তরফ থেকে ১২০০ ও ১৫০০ টাকায় অফার চলছে।
১০০০ টাকার কাজের উপর ৫ শতাংশ ছাড় আছে।
২০০০ টাকার কাজের উপর ১০ শতাংশ ছাড় আছে।
বিউটিশিয়ান কোর্স করানো হচ্ছে মাত্রে ৩০০ টাকায়। তাই দেরি না করে আজই আসুন সাজো লেডিস বিউটি পার্লারে।
(অফার সীমিত সময়ের জন্য)
★ বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস বন্ধ ★

নতুন স্বাদের রান্না

সিমেসি চিকেন

উপকরণ : বোনলেস চিকেন ১ কেজি, ময়দা ২ টেবিলচামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৩ টেবিলচামচ, বেকিং পাউডার আধ চা–চামচ, সয়াসস ২ টেবিলচামচ, জল আন্দাজমতো, তিলতেল–২ টেবিল চামচ, সাদাতেল ১ চা–চামচ, চিকনে ব্রথ ১ কাপ, হোয়াইট ভিনিগার ২ টেবিল চামচ, সাদা তিল ২ টেবিলচামচ, লঙ্কাবাটা ১ চা চামচ, রসুন ১ কোয়া (বাটা), চিনি স্বাদমতো, সাদা তেল ভাজার জন্য।

প্রণালী : ময়দা, ২ টেবিলচামচ কর্নফ্লাওয়ার, বেকিং পাউডার একসঙ্গে চেলে নিন। সয়াসস, জল, ভেজিটেবল অয়েল, সামান্য তিলতেল একসঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। চিকেন মেশান। ঢাকা দিয়ে ফ্রিজে রাখুন। আঁচে অন্য একটি পাত্র বসান। চিকেন ব্রথ দিন। একে একে চিনি, ভিনিগার, সয়াসস, তিলতেল, লঙ্কাবাটা, রসুনবাটা দিয়ে বেশি আঁচে ফোটান। বাকি কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে চিকেন ব্রথের মধ্যে দিয়ে ঘন করে নামিয়ে নিন। প্যানে সদা তেল বসান গরম হলে ম্যারিনেটেড চিকেন ফ্রাই করে নিন। প্লেটে সাজিয়ে ওপর থেকে গরম সস ঢেলে, রোস্টেড তিল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

মৌরলা মাছের বাটি চচ্চড়ি

উপকরণ : মৌরলামাছ ৩০০ গ্রাম, আলু ১টা, সর্ষে বাটা ২ চা–চামচ, কাঁচালঙ্কা ২–৩টে, হলুদগুঁড় আধ চা–চামচ, নুন স্বাদমতো, সর্ষের তেল ৩ টেবল চামচ।

প্রণালী : মৌরলামাছ কেটে, ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। আলু সরু করে কাটুন। সর্ষে নুন ও কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন। সব উপকরণ মাছের সঙ্গে কাল করে মেখে নিন। টিফিনবাটিতে ভরে কড়াইতে জলের ওপর বসিয়ে ভাপিয়ে নিন। মাইক্রোওয়েভ আভেনেও করতে পারেন। নামিয়ে ওপর থেকে কাঁচা তেল দিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

নখের দাগ তুলুন পাতিলেবুর গুনাগুন

বাড়িতে একটু বেশি তেলমশলাযুক্ত খাবার খেলে অনেক সময়ই দেখা যায় নখে হলুদ দাগ হয়ে গিয়েছে। সাবানেও অনেকসময় এই দাগ উঠতে চায় না। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে নেলপালিশ পরে থাকলেও নখে হলদে আভা দেখা দেয়। নখের হলুদ দাগ তোলার জন্য খাওয়ার পর একটু লেবুর রস নখে ঘষে নিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, নখের স্বাভাবিক রং ফিরে এসেছে।

Avoya NURSERY
Chinmoy Sau
Horticulturist
Avoya Nursery
Govt.Regd.
Quality Plants Grower & Suppliers
Specialist in
DAHLIA, CHRYSANTHEMUM,
ADENIUM ASSORTED COLOUR.
EXCLUSIVE PALMS & ORNAMENTAL FOLIAGE PLANTS
Joint Secretary : Dahlia Society of India
Life Member : Indian Nurserymen Association
Secretary : West Bengal Nurserymen Association
Secretary : South 24 Parganas W.Z. Horticultural society
Office & Farm : Umedpur, P.O.- Chaulkhola - 743377(Near Muchisha), 24 Pgs.(S), W.B.
Mobile : 94336 61904, 99034 36898, Fax : 033 - 2838 1564
e-mail : avoyanursery@rediffmail.com

মাঙ্গলিকী

চলে গেলেন ডাঃ পি কে সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুটা দেরিতে হলেও এই সংবাদ আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

ভবানীপুরে নিজস্ব সুরম্য বাসভবনে বিদেশি জাদুকরের (বাঁ দিক থেকে ৫ নম্বর তাঁর ডান পাশে ডাঃ পি কে সেন) সম্বর্ধনার বিশেষ আয়োজন করেন ডাঃ সেন। যিনি ছিলেন এক দক্ষ সৌখিন জাদুশিল্পী। (১৯৯৩)

কারণ বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ পি কে সেন শুধু একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন না, তাঁর ছিল এক বিশেষ 'মানবিক মুখ', তাই বহু সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বাংলার জাদু জগতের বহু জাদু শিল্পী, জাদু কলাকুশলী তাঁর চিকিৎসায় হৃদরোগসহ বহু রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ডাঃ পিকে সেন তাঁদের সব সময়েই নিখরচায় চিকিৎসা করেছেন। এমন কি ওষুধপত্রেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর বাংলার জাদু জগৎ যে ডাঃ সেনের কাছ থেকে ৫ দশক পার করে চিকিৎসায় সাহায্য পান তার কারণ ডাঃ সেন ছিলেন একজন দক্ষ জাদু শিল্পীও। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি জাদু কলার চর্চা করতেন। মাঝে মাঝে এলিট সোসাইটির অনুষ্ঠানে তাঁর হস্তকৌশল জনিত জাদুপ্রদর্শনীর মাধ্যমে সকলকে বিস্ময় সমৃদ্ধ করে তুলতেন। 'জাদু' যে সত্যিই 'ফাইন আর্ট' তা তাঁর জাদু প্রদর্শনী যাঁরা দেখেছেন তারাই স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে চন্দননগর জাদুকর চক্র, হাওড়া ম্যাজিক সার্কেলের অনুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে ডাঃ সেন জাদুজগতকে অলংকৃত করেছেন, দুটি সংগঠনই তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে নিজেরা ধন্য হয়েছে।

নিজস্ব বিরাট ক্লিনিক ছাড়াও (হাজারা রোড–ল্যান্স ডাউন রোডের মোড়ে) ডাঃ সেন যুক্ত ছিলেন উডল্যান্ডস নার্সিং হোমের সাথে। সুদীর্ঘ কাল শিশুমঙ্গল হাসপাতালের (রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান) মেডিসিন বিভাগের শীর্ষ পদের দায়িত্ব পালন করেন। এইভাবে বহু মানুষকে সুস্থ করে তুলে গত ২০শে জানুয়ারি নীরবে বললেন, 'তবে এবার যাই'— চলে গেলেন অমৃতলোকে ৮০–র কোঠায় পৌঁছে...

সংসারে রেখে গেলেন তাঁর অনুপ্রেরণা দাত্রী সহধর্মিনী দেবী সেনকে; পুত্র ডাঃ প্রতীপ কুমার সেনকে (বাবার ক্লিনিকের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন); পুত্রবধূ জয়িতা সেনকে (বিশেষ কর্মজগতে কর্মরতা); কন্যা শ্রেয়সী রায়কে (ওয়াশিংটন ডিসিতে আকাদেমি জগতে কর্মরতা); জামাতা সমাধি রায়কে (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেভি অফিসার)। ডাঃ পি কে সেন আপনি হারিয়ে যাননি কোথাও— আপনি রয়ে গেলেন সকলের 'হৃদমাঝারে' আপনাকে সদা প্রণাম...

আরও : ৬০–এর দশকের শেষের দিকে ইংল্যান্ড থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে এফআরসিএস ডিগ্রী অর্জন করে ডাঃ সেন দেশে ফেরেন— তারপর ৫ দশক ধরে অজস্র মানুষকে আরোগ্যের কাজে নিয়োজিত হন।

বনশ্রী সেনগুপ্তকে যেমন দেখেছি

ড. শঙ্কর ঘোষ

আমার ছোটবেলাতে 'মায়াবিনী লেন' বলে একটি ছবিতে কাজ করেছিলাম। পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায়। সুরকার অনল চট্টোপাধ্যায়। আমি সেখানে নায়ক নির্মল কুমারের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। আমার লিপে ছিল দুটি গান। একটি হল ''তোমরা বলো কু ঝিক ঝিক'', অপরটি হল ''শ্যামবাজারের শ্যামসুন্দর করবে চল বিয়ে''। আমার নেপথ্য কণ্ঠ শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় গানটি কোরাস; শিল্পীরা হলেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্র ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। সঞ্চারী অংশটুকু গাইতে এসেছেন বনশ্রী। ইন্দ্রপুরী স্টুডিও'র স্কোরিং রুমে তাঁকে প্রথম দেখলাম। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাজির। দেখলাম নামকরা শিল্পীদের পাশে নবাগতা বনশ্রী সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু শ্রোতারা তাঁকে ভালো করে চিনলেন অজয় দাসের সুরে 'অর্চনা' ছবির ''দূর আকাশে তোমার সুর'' গানটির মধ্য দিয়ে। বেসিক রেকর্ডে তার গাওয়া গানগুলি তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুললো। সে তালিকায় আছে, ''আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম'', ''হীরা ফেলে কাঁচ আর আগুন ফেলে আঁচ'', ''ছি ছি ছি একি কান্ড করেছি'', ''মাধবী রাতে মম মনবিতানে'', ''আমার অঙ্গে জ্বলে রংমশাল'', ''অন্ধকারকে ভয় করি'', ''সুন্দর বনের সুন্দরী গাছ'' প্রভৃতি গানগুলি। নচিকেতা ঘোষের সুরে 'ছিন্নপত্র' ছবিতে তিনি গেয়েছেন ''ধূ ধূ মরু ইশারা''। তপন সিংহের কথা ও সুরে 'হারমোনিয়াম' ছবিতে মান্না দে'র সঙ্গে গেয়েছেন ''ময়নামতীর পথের ধারে''। হিন্দি ছবিতেও গেয়েছেন। ''দুলহন ও হি জো পিয়া মন ভায়ে'' ছবিতে গেয়েছেন ''খুশিয়া হি''। তিনি সুধীন দাশগুপ্তের সুরে সবচেয়ে বেশি গেয়েছেন।

এছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সুরে তিনি গেয়েছেন। রবীন মজুমদারের গাওয়া গান ''আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ'' তিনি নতুন করে রেকর্ড করেছিলেন। দূরদর্শনের একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ''যুক্তি তর্ক গল্প''তে একবার বনশ্রী সেনগুপ্তের সঙ্গে প্রোগ্রাম করেছিলাম। বিষয় ছিল, ''বাংলা ছবির গান কি নিজস্বতা হারাচ্ছে।'' আমি ও বনশ্রী ছাড়াও সে অনুষ্ঠানে ছিলেন অঞ্জন চৌধুরী, শ্রীকান্ত আচার্য, প্রযোজক রামলাল নন্দী এবং সাংবাদিক আশিসতরু মুখোপাধ্যায়। বনশ্রী সেখানে দুঃখের সঙ্গেই জানিয়েছিলেন যে বাংলা ছবির গানের এক সময়ে কি সমৃদ্ধ ভান্ডার ছিল আর এখন তার কি দশা হয়েছে। এ দুঃখ তো শুধু বনশ্রীরই নয়, এ দুঃখ বাংলা আধুনিক গান যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের সবার। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

'সাহিত্য সংস্কৃতি'র অনুষ্ঠান দূরদর্শনে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা দূরদর্শনের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের নাম 'সাহিত্য সংস্কৃতি' প্রতি রবিবার দুপুর ১টায় বর্তমানে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। তেমনই আগামী মার্চ মাসের কোনও এক রবিবার সম্প্রচারিত হবে যে অনুষ্ঠানটি তার শিরোনাম হল ''বাংলা সাহিত্যে পরলোক ভাবনা'' খুবই আকর্ষণীয় বিষয় সন্দেহ নেই। যেহেতু স্বামী অভেদানন্দের জন্মের সার্ধশত বর্ষ চলছে এবং তাঁর সৃষ্ট 'মরণের পারে' বহু পঠিত এক গ্রন্থও সেহেতু এই অনুষ্ঠানে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনা সম্পর্কেও আলোচিত হল। অনুষ্ঠানের দৃশ্যগ্রহণের কাজটি হয়ে গেল গত সোমবার ১২ ফেব্রুয়ারি দূরদর্শন কেন্দ্রে। যে দুজন বিশিষ্ট অতিথি এই আলোচনায় অংশ নিলেন তাঁরা হলেন ড. কানন বিহারী গোস্বামী এবং ড. কানাই সেন। দুজনেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দু'জনেই আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। একে একে আলোচিত হল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর উপন্যাস, প্যারীচাঁদ মিত্রের অভেদী, দীনবন্ধু মিত্রের যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, রবীন্দ্রনাথের মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল, তারাশঙ্করের বন্দিনী কমলা, বিভূতিভূষণের দেবযান, শমিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলুদ পোড়া, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতিশ্বর সহ বহু গল্প উপন্যাসের? অত্যন্ত সুন্দরভাবে দুই বক্তা বিষয়ের নিপুণ বিশ্লেষণ করলেন। সঞ্চালকের দায়িত্বে ড. শঙ্কর ঘোষ ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি নিজেও পরলোক ভাবনা নিয়ে যে যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তার উপর আলোকপাত করলেন। এছাড়াও তিনি স্বামী অভেদানন্দের উপর লেখা তার গানের (বীর সন্ন্যাসী অভেদানন্দ শরণাগত তব চরণে) গানের কলি শোনালেন। এমন এক দুরূহ বিষয়কে নিয়ে 'সাহিত্য সংস্কৃতি' অনুষ্ঠান প্রযোজনা করার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন কৃষ্ণপদ দাস।

কানাইলাল স্কুলের পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : চন্দননগরে ঐতিহ্যমন্ডিত কানাইলাল বিদ্যামন্দির স্কুলের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব সম্প্রতি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন প্রজন্মের প্রাক্তন ছাত্ররা হাজির ছিলেন। তাদের ছাত্র জীবনের নানা মুহূর্তগুলি স্মৃতিচারণ করেন।

বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের নামকরণে স্থাপিত এই স্কুলের একটা আলাদা ইতিহাস আছে। প্রাক্তনীরা সেই ইতিহাস আরও একবার স্মরণ করেন। এদিন প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা পরিবেশিত হয় গান, আবৃত্তি ও কথোপকথন। প্রাক্তন ছাত্র তথা উৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিজয় গুহ মল্লিক (ভাবুদা) বলেন, শতাব্দী প্রাচীন স্কুলের বহু ছাত্ররা বিভিন্ন প্রতিভা নিয়ে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। এমন কি তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে মর্যাদার আসন অলংকৃত করেছেন। এই বিদ্যালয় রাজ্যের মেধা তালিকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা বিভাগে স্থান পায়। অন্যদিকে পুনর্মিলন সমিতির সদস্য মহম্মদ আসিফ আনসারি জানান, শুধু পঠন পাঠনে নয় খেলাধূলাতে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে এই স্কুলের। সদ্য দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অনুর্দ্ধ ১৯ ভারতীয় ক্রিকেটে কোচবিহার ট্রফির চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার ঈশান পোড়েল এই স্কুলের ছাত্র। প্রাক্তনী বামাপদ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে চন্দননগর ক্রীড়া দফতরে সেক্রেটারি পদে আছেন। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রাক্তনীরা স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

উত্তরপাড়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী আমরা সবাই আয়োজিত ৩৫তম বর্ষে সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে দুদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ২ ফেব্রুয়ারি দীপমালা ড্যান্স গ্রুপ, রূপাই ড্যান্স আকাদেমি ও সর্মিষ্ঠা ড্যান্স ট্রুপের ছাত্রীরা অনবদ্য নৃত্য পরিবেষণ করে। এরপর এর সাথে এদিন সকলকে মনোরঞ্জন করবার জন্য উদ্যোক্তারা জাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। জাদু প্রদর্শনী করেন বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ ব্যানার্জি এছাড়া তাঁর সঙ্গে ছিল জাদু প্রদর্শনী করেন জাদুকর প্রিয়ম গুহ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখিকা ও সাহিত্যিকা পেশায় ফিজিও থেরাপিস্ট ডঃ রূপালী বিশ্বাস এবং উত্তরপাড়া থানা নৈশ্য প্রতিরোধ বাহিনীর প্রাক্তন সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এরপর পরদিন ৩ ফেব্রুয়ারি সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কিশোর কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেষণ করেন শিল্পী কিশোর গায়েন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শিল্পী তুলিকা আচার্য্য ও কুশল বোস ঝুমুর গান, বাউল গান এবং লোকগিতি পরিবেষণ করেন। এছাড়াও এদিন বাউল সঙ্গীতে মন মাতিয়েছেন বিশিষ্ট বাউল সঙ্গীত শিল্পী তাপস বিশ্বাস ও তার সম্প্রদায়। এই দুদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুপর্ণা দাস। দ্বিতীয় দিন ক্রিকেট ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরষ্কার প্রদান করা হয়। ১৪৭ জন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। হুগলির উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী আমরা সবাই ক্লাব সামাজিক বহু কাজকর্ম করে থাকে। বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করেন তারা। বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। এবং বিনামূল্যে সকলকে ওষুধ দিয়ে সাহায্য করে এই সংগঠন। দিবারাত্রি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার ব্যবস্থাও আছে এই সংগঠনের।

সাতজেলিয়ার একজন সাজনদার

শঙ্করকুমার প্রামানিক

একটা প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে কিছু আলু, পিঁয়াজ আর কয়েকটা টম্যাটো। কিলো আড়াই হবে। দাওয়ার এক কোণে বসানো কাছে। পর পর তিন দিন দেখছি। কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'বৌমা, এগুলো ঘরে তুলে রাখনি কেন?' শ্যামাপদবাবু কাছেই ছিলেন বললেন, 'কাঁকড়া মেরে শুক্রবার ফিরেছি, তখন থেকে ওগুলো ওখানেই। পাড়ার দু'জন সঙ্গে ছিল। তাদের বলেছি এসে এটা ভাগযোগ করে নে। সে দিকে খেয়াল নেই, নেশা করে ঘুরছে।' বৌমা বলল, 'উনি তো সাজনদার, কোন জিনিসপত্র জঙ্গল থেকে ফিরলে নিজের হাতে সকলকে ভাগ করে দেয়। ওটা পচে গেলেও আমি ছুঁই না।'

সাজনদার হল মাছ–কাঁকড়া শিকার ও মধু–ভাঙা দলের নেতা। সুন্দরবনে মাছ–কাঁকড়া শিকার বা মধু সংগ্রহ হল দলগত অভিযান। এককভাবে এ কাজ করা যায় না। কাজেই, কোনও দল বা টিমকে যদি সঠিকভাবে কাজ করতে হয়, তাহলে তার একজন লিডার থাকা দরকার। সাজনদার সেই টিম লিডার। সুন্দরবনের কোথাও কোথাও 'সাজনদার'কে 'দেহাসি'ও বলে। টিমকে পরিচালনা করার সব রকম দায়িত্ব তাঁর। শ্যামাপদ মিসি' সাতজেলিয়ার এমন একজন সাজনদার। তাঁর নিজের মধু–ভাঙা নৌকো আছে। সাজনদার সহ ন'জন সেই নৌকো নিয়ে মহালে যান। সাজনদার নৌকোর মালিক নাও হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তিনি নৌকো ভাড়া করেন। সে–নৌকো নিজেদের দলের কারোর হতে পারে অথবা বাইরের লোকের হতে পারে। নৌকোর মালিক যেই হোন না কেন, তিনি বাজার অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভাড়া পাবেন। তারপর সাজনদার তাঁর পছন্দ মতো দল গঠন করেন।

একটা দলে সাধারণত ৭জন অথবা ৯জন থাকেন। দল গঠন হয় বেজোড় সংখ্যায়। কারণ, একজন সব সময় নৌকোয় থাকেন। তিনি হলেন 'গাঙনেয়ে'।বাকি যাঁরা থাকবেন, সমসংখ্যায় দু'টো দলে ভাগ হয়ে 'ছাটা'য় (চাক ভাঙতে) যান। সুন্দরবনে মধু ভাঙতে যাওয়ার এটাই প্রচলিত পদ্ধতি।

এরপর সাজনদার দলের লোক সংখ্যা কত হবে এবং কত দিনের 'পাশ' হিসেব করে, কোন্ জিনিস কত লাগবে সেটা ঠিক করেন। এছাড়া সারা মরশুম নৌকোতে থাকতে গেলে আরও কী কী লাগবে তার তালিকা তৈরি করেন। সব নিয়ে মোট কত টাকা লাগতে পারে সেটা ঠিক করতে হয়। এ ব্যাপারে সাজনদার প্রয়োজন মনে করলে দলের সঙ্গে আলোচনা করেন। টাকাটা জোগাড় করার দায়িত্ব কিন্তু সাজনদারের। কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করবেন সেটা পুরোপুরি তাঁর ব্যাপার। সাতজেলিয়ার শ্যামাপদ মিসি'কে বললাম, সাজনদার হিসেবে আপনি নিজে যা করেন সেটাই বলুন।

– টাকা দাদন নেবার সময় বিশ্বাসী হিসেবে যার সুনাম আছে তাকেই পছন্দ করি। সে লোক স্থানীয় হোক বা বাইরের হোক। অনেক সময় দলের কেউ দাদন দিতে চাইলে তার কাছ থেকেও নেওয়া হয়। যেখান থেকেই নেওয়া হোক না কেন, তাকেই বাজার রেটে সুদ দিতে হবে। টাকাটা নেওয়া হয় সধারণত যাত্রা করার পনেরো দিন আগে।

জানতে চাইলাম, 'দলবল নিয়ে যাত্রার আগে আপনি প্রয়োজনীয় কী কী জিনিস কিনেছিলেন?' কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারলাম না। উনি গড়গড় করে বলতে লাগলেন।

– চাল ৭৫ কেজি, আলু ৫০ কেজি, কুমড়ো ৪০ কেজি, ডাল ৫ কেজি, তেল ৮ কেজি, নুন ২ কেজি, হলুদ গুঁড়ো ১ কেজি, লঙ্কা গুড়ো ৩০০ এবং বেগুন, ঝিঙে, উচ্ছে, ইত্যাদি বিভিন্ন সবজি তিন–চার কেজি করে। সবজি তো বেশি দিন রাখা যায় না।। বিড়ি চার হাজার। এছাড়া পোশাক (ফুল প্যান্ট,জুতো, ফুলহাতা জামা, গামছা প্রভ'তি) এবং নৌকোর জন্যে প্লাস্টিকের সিট, মধু রাখার জন্যে ব্যারেল, রান্নার হাঁড়ি কড়া, খাওয়ার থালা, গেলাস,বাটি ইত্যাদি। এ সব জিনিস এক সাথে কিনতে হলে অনেক টাকার দরকার। আবার কিছু জিনিস আছে যেগুলো একবার কিনলে অনেক দিন চলে। বছর বছর কেনার দরকার হয় না।

– এগুলো কিনতে কত টাকা লেগেছে?

– শুধু খাওয়া–দাওয়া ১০–১২ হাজার টাকায় হয়ে যায়। ব্যারেল, পোশাক, থালা–বাসন, হাঁড়ি–কড়া ইত্যাদি কিনতে হলে অনেক টাকা লাগে।

আরো কথা চলতে থাকে। 'আমি ২০১৬–র মরশুমে ৭০ হাজার টাকা, মাসিক ১০ টাকা সুদে দাদন নিয়েছিলাম । খরচ–খরচা বাদ দিয়ে বাকি টাকা দলের লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলাম। যাতে করে তারা সেই টাকা দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে অথবা সেই টাকায় বাড়িতে হাট–বাজার করেও দিতে পারে। মধু বিক্রির টাকা হাতে পেলে আগে সুদ সহ দাদনের টাকাটা কেটে রাখি। যার কাছ থেকে দাদন নিয়েছি, সে আমাকে চেনে। আমাকে দেখেই টাকা দিয়েছে। কাজেই আগে সে টাকাটা আমি শোধ করি।

সাজনদার হিসেবে শ্যামাপদবাবু যে একজন দক্ষ পরিচালক নানাভাবে তার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি দলের লোকদের প্রত্যেককে নিজের নিজের শুট এবং থালা গেলাস কিনে নিতে বলেন। তিনি বলেন, এগুলো এদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যদি ব্যারেল কেনার দরকার হয়, সেটাও ব্যক্তিগত টাকায় কেনার পরামর্শ দেন। যেমন ৪৫টা ব্যারেল(৫০ লিটার) দরকার হলে, এক একজনের ভাগে পাঁচটা করে পড়ে। এ সব কেনার জন্য বাড়তি টাকার (দাদন) ব্যবস্থাও করে দেন। শ্যামাপদবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম কেন এ ব্যবস্থা। কমনফান্ড থেকে তো কেনা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'এগুলো নিজে কিনলে ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে। যখন যেখানে যাবে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। সেখানে গিয়ে আর কিনতে হবে না। সাজনদার যদি কমনফান্ড থেকে কেনে, তাহলে তো নিয়ে যেতে পারবে না। অথচ, এগুলো কেনার সময় যে–টাকা লেগেছে তাতে সবাইয়ের ভাগ আছে। যে কেউ যে কোনও সময় দল পরিবর্তন করতে পারে। আজ যারা শ্যামের দলে আছে, কাল তারা রামের দলে চলে যেতে পারে।' শ্যামাপদবাবুর কথাটা আমার পছন্দ হয়।

শ্যামাপদবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলাম তাঁর দাওয়ায় বসে। ওখানে ছিল একটা ব্যারেল। সেটা দেখিয়ে বললেন, দেখুন এতে আলকাতরা দিয়ে আমার নাম লেখা। যে যেটা কেনে, তাতে তার নাম লেখা থাকে। আমার ব্যারেলে যখন দলের কাজ চলে যায়, তখন কারোর কিনতে হয় না। এর জন্যে আমি কোন পয়সা নিই না।

আমি শ্যামাপদবাবুর কাছে জানতে চাইলাম তাঁর টিমের লোকেরাও কি ঘন ঘন দল বদল করেন?

– আমার সঙ্গে যারা যায়, তারা সকলেই এই গ্রামের লোক। আঠারো–উনিশ বছর ধরে একটানা আমার নৌকোতেই যাচ্ছে।

– আপনার লোকেরা দল বদল করেন না কেন?

– কাল সকালে তো তারা আপনার কাছে আসবে। আপনি জেনে নেবেন।

– তা না হয় জানব, তাঁরা কী বলেন শুনবো। কিন্তু আপনার মতটাও জানতে চাই।

– সাজনদারকে এমন হতে হবে যাতে দলের সকলে তাকে বিশ্বাস করে। তাদের সুবিধে অসুবিধে দেখতে হয়। টাকা পয়সার হিসেব ঠিক ঠিক রাখতে হয়। কোন কিছু গোপন করা চলবে না। টাকা পয়সার হিসেব নিয়ে দলের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এই পাড়ায় পাশের এক পার্টির মধ্যে তুমুল গোলমাল, হিসেব নিকেশ নিয়েই। নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। মিটমাট করার জন্য তাদের নিয়ে বসা হয়েছিল। মধুর মরশুম ছ'মাস হল শেষ হয়ে গেছে, এখনও সবাই তাদের ভাগের টাকা বুঝে পায়নি।

– কেন, এত দেরি? জানতে চাইলাম।

– হিসেব পত্তর ঠিক ঠাক লেখা থাকলে, দেরি হওয়ার কথা নয়। মধু বিক্রির টাকা হাতে এলে, হিসেব দেখে সাজার খরচ বাদ দিয়ে, বাকিটা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করলে তো ল্যাটা চুকে যায়। শুনলাম হিসেবের খাতা নাকি হারিয়ে গেছে। হিসেবের খাতা কী করে হারাল বুঝতে তো পারলাম না। শ্যামাপদ বাবু খানিকটা অবাক হন।

– আপনি কী করেন?

– মধু বেচার টাকা যে–দিন হাতে আসে, সেদিনই আমি সেই টাকা সকলের মধ্যে ভাগ করে দিই। দেরি হয় না। শুধু টাকা নয়, চাল–ডাল–নুন–তেল–মশলাপাতি যা বাড়তি হয়, সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিই। এমনকী একটা কুমড়োও যদি ফিরে আসে, ছুরি দিয়ে কেটে কেটে সবাইকে ভাগ করে দিই।

– কী করে এসব সম্ভব?

– যখন যা খরচ হয় তৎক্ষনাৎ লিখে রাখি। সঙ্গে সঙ্গে লেখা সম্ভব না হলে দিনের শেষে অবশ্যই লিখি। পরের দিনের জন্যে ফেলে রাখি না। একই হিসেব একাধিক জায়গাতে লিখে রাখি। যাতে হারিয়ে না যায়।

আমি আপনার কাছ থেকে সংক্ষেপে জানব, সাজনদার হিসেবে আপনাকে আর কী কী দায়িত্ব পালন করতে হয়?

– ছোট করেই বলছি। নৌকোর যাত্রা থেকে শুরু করে, বাড়িতে ফেরা পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সাজনদারকে নিতে হয়।

কয়েকটা সিদ্ধান্তের কথা জানতে চাই।

– বনদফতর আমাদের যাত্রার দিন এবং সময় আগে থেকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু সাজনদারকে পাঁজিপুঁতি দেখে জঙ্গল–যাত্রার শুভক্ষণ ঠিক করতে হয়। সেই শুভক্ষণটা যদি বনদফতরের নির্দিষ্ট দিনের এক অথবা দু'দিন আগেও হয়, সাজনদারকে আগেই আনুষ্ঠানিক যাত্রা করে বেরিয়ে পড়তে হবে। আর বাড়িতে ফেরা যাবে না। নৌকোতে তাকে থাকতে হবে, সঙ্গে কেউ থাক বা না থাক।

– নৌকো নিয়ে কোন ঘাটে থাকেন?

– আমাদের বাড়ির পিছনে যে–ঘাট (গোমর নদীর ওপর), যে–ঘাট থেকে গতকাল আপনি মোল্লাখালি দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নির্ধারিত দিন ও সময়ে বাগনা বিট অফিসের ঘাটে হাজির হব। সেখানে ঠিক সময়ে আমার দলের অন্যরাও যোগ দেবে। এছাড়া, আমাকে ভেবে রাখতে হয় আমরা প্রথমে কোন জঙ্গলে গিয়ে উঠব, কোন্ ছাটার পর কোন্ ছাটায় যাব। নানা দরকারে অফিসে আমাকে ছোটাছুটি করতে হয়। যে কোনও সমস্যা দেখা দিলে আমাকে ফেস করতে হয়। নৌকোয় ডাকাতি হলে বা আমাদের মধ্যে কারো কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে আমাকেই দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। এ সব দুর্ঘটনার জন্য শুরুতে আর্থিক দায় দায়িত্ব সাজনদার হিসেবে আমাকে সামলাতে হয়। যে দাদনের টাকা দেয় সে ধনী লোক নয়। সে তো আমাকে বিশ্বাস করে টাকাটা দিয়েছে। সেটা তো ফেরত দিতে হবে। মায়ের (বনবিবি) জঙ্গলে থাকি। মা–ই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। মা কোনও বেইমানি সহ্য করে না। মায়ের কাছে কান্নাকাটি করলে, কোন অধর্ম না করলে, শুদ্ধাচারে থাকলে, মা সন্তানদের আপদে বিপদে রক্ষে করে। তাই মায়ের কাছে সব সময় কান্নাকাটি করি, আর বলি মাগো, তুমি আমাদের রক্ষা কর।

সুন্দরবনের ডায়েরি

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

লিয়েন্ডার এবার থামুন, দাবি টেনিস মহলের

অরিঞ্জয় মিত্র

লিয়েন্ডার পেজকে নিয়ে ভারতীয় টেনিসের দুঃস্বপ্ন আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। হাজারো অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি থামছেন না। আর তাঁর না থামায় সঙ্কটে ভারতীয় টেনিস মহল। এখন হাঁটুর বয়সীদের সঙ্গে নেমে খেলতে গিয়ে যে দুর্দশা হচ্ছে লি'র তা মুখে বলার নয়, বা লিখেও বোঝানো যাবে না। কদিন আগে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ডেভিস কাপের ম্যাচেও সেই এক অভিজ্ঞতা হল লক্ষ লক্ষ টেনিসপ্রেমীর। বস্তুত লিয়েন্ডারের জন্য ডবলসে অতটা খারাপ করতে হয়েছে ভারতকে।

গত অলিম্পিক্সেও লিয়েন্ডারকে নিয়ে ভুগতে হয়েছে ভারতীয়দের। অলিম্পিক্সের দৌড়টা ভারতের জন্যও খুব ভালো কাটে নি। তাও ব্যাক্তিগত ইভেন্টে দীপা কর্মকার বা দলগত বিভাগে ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা হকি দল তাদের প্রারম্ভিক সূচনা ঠিকঠাক ভাবেই করেছিল। কিন্তু যে ইভেন্টে ভারত সারা বিশ্বে একটা নজরকাড়া বিশেষণ লাভ করেছে সেই টেনিসের ভাঁড়ার ছিল শূন্য। যে সানিয়া মির্জা সারাপোভার সঙ্গে জুড়ি বেধে রীতিমতো বিশ্ব কাঁপিয়েছে সেই তার হাল এবার বেহাল। তবে টেনিসে ভারতের জন্য সবথেকে খারাপ খবর ছিল নিঃসন্দেহে লিয়েন্ডার পেজের হার। একা অবশ্য নয়, হাঁটুর বয়সী রোহন বোপান্নার সঙ্গে জুটিতে অলিম্পিক্স থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল মাইকেলের বংশধরকে। নিজের সপ্তম অলিম্পিক্সে লিয়েন্ডার এবার অংশ নিয়েছিলেন। অথচ তিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী হন এটা নাকি চায় নি ভারতীয় টেনিস জগতের সঙ্গে যুক্ত অনেক ব্যক্তি। তাঁর সতীর্থরাও লিয়ের এই রেকর্ড নাকি পছন্দ করছিলেন না। এমনকি তাঁর পার্টনার রোহন বোপান্না প্রথম থেকেই লি'র সঙ্গে ডবলস খেলতে নারাজ ছিলেন। একরকম তেতো গেলার মতো লিয়েন্ডারকে নাকি মেনে নিতে হয় বোপান্নাকে। আর সেই রাগ নাকি তিনি ওসুল করেছেন একেবারে কোর্টে। যার ফলে প্রথম রাউন্ডে বিদায়ের গ্লানি নিয়ে সপ্তম অলিম্পিক্স অভিযান সাঙ্গ করতে হয়েছে ভেস পেজের ছেলেকে।

লিয়েন্ডার সাংবাদিকদের সামনে তো বটেই নিজের ঘনিষ্ঠ মহলেও সাবাতোজের জন্য আঙুল তুলেছিলেন বোপান্নার দিকেই। এমনকি রিওতে সানিয়া মির্জার ম্যাচ চলাকালীন খোদ শচীন তেন্ডুলকরের সামনে রোহনকে দেখে একরকম পালিয়েই গিয়েছিলেন লি। তার সাফ কথা অন্য খেলার যারা প্রবাদ পুরুষ যেমন গাভাসকার, শচীন, দ্রাবিড়দের কখনও জুনিয়রের অপমান সহ্য করতে হয় নি। অথচ তাকে কিনা প্রায় পুত্রসম বোপান্নার অপমানের শিকার হতে হচ্ছে। কার্যত এ নিয়ে ক্ষোভে ফেটেও পড়েছেন তিনি। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। এটা ঠিক শুধু টেনিস কেন, যে কোনও পেশাতেই জুনিয়রদের হাতে

সিনিয়রের হেনস্থা মেনে নেওয়া যায় না। তার ওপর লিয়েন্ডার যে পর্যায়ের প্লেয়ার, যেভাবে তিনি ডবলস এবং মিক্সড ডবলস সার্কিটে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন তিনি তো অনেকটাই সম্মান আশা করতে পারেন। রোহনের সঙ্গে তার জুটি নিয়ে কেন এত হইচই হবে।

এর পাশাপাশি লিয়েন্ডার হয়তো এটা ভুলেই গিয়েছেন যে এদেশে অন্য স্পোর্টসেই সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব বেধেছে। তার শহরের সৌরভের কথাই ভাবুন তো। যে মহারাজ ছিলেন দেশের দাপুটে অধিনায়ক সেই তিনিই কিনা গ্রেগ চ্যাপেলের আমলে দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বকালে অনেক অপেক্ষাকৃত জুনিয়রের কাছে কোণঠাসা হয়েছেন। আবার ধোনি অধিনায়ক হয়ে সৌরভ, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণ মায় শচীনকে পর্যন্ত বাণপ্রস্থ নিতে বাধ্য করেন। এখানে একটা কথা অবশ্য বলা চলে। সম্মান থাকতে থাকতেই এই উপরোক্তরা খেলা থেকে সরে গিয়েছেন, তুলে রেখেছেন প্যাড-গ্লাভস। আগের জমানার স্টারদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছে আকচার। এর কারণ হল মূলত জেনারেশন গ্যাপ। নয়া প্রজন্মের সিস্টেমের সঙ্গে হয়তো পুরনোদের খাপ খাচ্ছে না। ব্যাস, ছেটে ফেলতে হবে।এটা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গেমসেই হয়ে আসছে। তাই লিয়েন্ডার যদি ভাবেন বোপান্নারা তাকে অপমান করছে তা হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই তার অবসরের রাস্তা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। ওই যে বললাম, সম্মান থাকতে থাকতে অবসর নেওয়া। এই জায়গাটা ভাবা উচিত ছিল লিয়ের। যে সম্মানটুকু হাতে নিয়ে শচীন-সৌরভ-দ্রাবিড়-লক্ষ্মণরা ব্যাট তুলে রেখেছেন ঠিক একভাবেই র‍্যাকেট শো-কেসে রাখতে পারতেন দেশের এই টেনিস কিংবদন্তী। সব কিছুর একটা শেষ আছে। নিজের অবসরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। হয়তো মনে হতে পারে আরও কিছুদিন আমি খেলতে পারতাম। এই যে আমাদের ঘরের ছেলে সৌরভ। যে ফর্মে থাকাকালীন চিরতরে রিটায়ারমেন্টের প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন তারপরেও স্বচ্ছন্দে আরও ২-৩ বছর খেলা চালিয়ে যাওয়া যেত। স্বয়ং শচীন এমন মনোভাবের শরিক। তাও মর্যাদা থাকতে থাকতেই সরে দাঁড়িয়েছেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক।

তাই লিয়েন্ডারের প্রতি বোপান্না যদি অসম্মান প্রদর্শন বা খারাপ ব্যবহার করে থাকেন তা যেমন অন্যায় তেমনই নিজের কেরিয়ার এতটা দীর্ঘায়িত করাটাও বোধহয় ঠিক নয় লি'র। উচিত সময় যদি ঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারতেন তা হলে আজকের এই অপমানের জ্বালা বহন করতে হত না তাকে। এই ব্যাপারে শচীন-সৌরভরা মডেল হতে পারেন বিশ্বের যে কোনও ক্রীড়াবিদের কাছে। অবসরের ক্ষেত্রে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান মনোভাবের প্রশংসা করতেই হবে। অজিদের মধ্যে ফর্মের তুঙ্গে থাকতে ক্রিকেট বা অন্য স্পোর্টসকে বিদায় জানানোর চল রয়েছে। এই পদ্ধতি মেনে অজিরা কিন্তু বিশ্ব ক্রীড়া সার্কিটে যথেষ্ট সফল।

ক্রীড়া ও শক্তিসংঘ সরকারের কাছে ব্রাত্য কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের ৫২ তম বর্ষ বার্ষিক ব্যায়াম শিক্ষা শিবির ২০১৭ অনুষ্ঠিত হল বুড়ুল শহিদ অনুরূপ চন্দ্র সেন মহাবিদ্যালয়ে গত ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি। এবছর ৩৫০ ছাত্র ছাত্রী আবাসিক শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল। ভোর ৪টে থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত নির্ধারিত সূচি মেনে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলার অভ্যাস রপ্ত করল ছাত্রছাত্রীরা। যোগ ব্যায়াম, খো খো খেলা, কবাডি খেলা, ব্রতচারী, ক্যারাটে লোকনৃত্য ও প্যারেড অনুশীলনের মধ্য দিয়ে পাঁচটি কর্ম ব্যস্ত দিন অতিবাহিত করল সংঘের কর্মকর্তাসহ ছাত্রছাত্রীরা। মোবাইল ইনটারনেট আর টিভি সিরিয়ালের নেট ওয়ার্কের বাইরে এক অনাস্বাদিত জগত যারা না অংশগ্রহণ করেছে তারা ভাবতেও পারবে না। আধিকারিকদের নির্দেশ পালন, কঠোর সময়ানুবর্তিতা, শারীরিক পরিশ্রম, ন্যস্ত কর্তব্য যথাযথ পালন, একে অন্যকে সম্মান প্রদর্শন, সমষ্টির জন্য হাসি মুখে কষ্ট স্বীকার—এই বিধি পালনের মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠার যাবতীয় মশলা। তারই নিরলস প্রচেষ্টায় ৫২ বৎসর অতিক্রম করল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ। লোভ, ভোগ-হিংসা এই ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি আজ গ্রাস করেছে পরিবার থেকে সমাজ-রাষ্ট্র সর্বস্তরে। তার করাল গ্রাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে যখন রাজনীতির জগৎ, শিক্ষা জগৎ, ধর্মের জগৎ ক্রমশ কলুষিত হয়ে পড়ছে তখন কলুষমুক্ত কিছু শিশু কিশোর কিশোরীদের নিয়ে অমলিন চরিত্র গঠনের এই প্রয়াস। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই সংস্থার সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারলে কিছুটা সামাজিক ঋণ শোধ হবে। তাই একই সুর বেজে উঠল ২৬ জানুয়ারির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে আগত অতিথিদের কণ্ঠ থেকে। ডাঃ মনোজিৎ চন্দ্র, জগন্নাথ গুপ্তা, প্রণব গুহ, অসীম দত্ত, কাজল দত্ত, ডাঃ অর্ণব ঘোষ, জনার্দন পাড়ুই, অরুণেশ দাস, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী দাস মাজী, শোভা নস্কর, প্রবীর দাস, ক্ষিতি গোস্বামী, নীহাররঞ্জন কয়াল, ডাঃ জ্ঞানরঞ্জন কয়াল, ভক্তরাম মন্ডল, অমল দত্ত প্রমুখ রাজনীতিক, সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, ভূবিজ্ঞানী, চিত্রপরিচালক, সফল ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, শিক্ষকগণ সমস্বরে সংঘের এই প্রয়াসের আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আরও অর্থবহ করার জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলেন। কেউ কেউ সংঘের আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করেন মঞ্চ থেকে। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অনিল নস্কর ব্যাজ পরিয়ে তাঁদের সাদরে বরণ করে নেন। ২২ জানুয়ারি শুভ উদ্বোধন হয়। ২৩ জানুয়ারি ১.৫০ মিনিট থেকে ২.৫৫ মিনিট পর্যন্ত নেতাজি শীর্ষক আলোচনা, বিকালে কুসংস্কার বিরোধী আলোচনা। ২৪ জানুয়ারি ১-৩০ মিনিট ইয়ুথ পার্লামেন্ট (আলোচনা চক্র) ব্যবস্থাপনায় নেহেরু যুব কেন্দ্র বারুইপুর, সন্ধ্যায় জিমন্যাস্টিক ও প্যারেড প্রদর্শন। ২৫ নবভারত গঠনে বিবেকানন্দ স্লাইড শো ও আলোচনা। বিকালে যোগব্যায়াম ও খো খো প্রদর্শন। ২৬ জানুয়ারি সমাপ্তি

বুড়ুল শহিদ অনুরূপ চন্দ্র সেন মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশিক্ষণ শিবির

অনুষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রদর্শন।

প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে এতো কর্মকান্ড, এতো সামাজিক অনুষ্ঠান, দেশ ও জাতি গঠনে ১৯৭৭ সালে বাংলার নববর্ষ অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ। উক্ত অনুষ্ঠানে হাওড়ার কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে সভাপতিত্ব করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস। ১৯৩৮ সালে নববর্ষে জাতীয় ক্রীড়া সংঘের আর্বিভাব হয়। ১৯৩৯ সালে নববর্ষ অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় শক্তি মহাসংঘ সামিল হয়। পরে দুটি সংস্থা মিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্ভব হয়। নতুন সংস্থার প্রথম সভাপতি হলেন জে সি মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক হন শম্ভুনাথ মল্লিক। ১৮৬০ সালের ২১ ধারা অনুযায়ী সংঘ রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। বাংলার ১৩৪৪ সাল থেকে জেলায় জেলায় নববর্ষের উৎসব হয়ে আসছে। উদ্দেশ্য ইংরেজ ভারতে বাঙালির জাতীয় স্বাভিমান বৃদ্ধি করা। জাতীয়তাবোধ, দেশাত্মবোধ গড়ে তোলা। পরবর্তীকালে এইখান থেকেও কত বিপ্লবী দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে বহু বিশিষ্টজনেরা শিবির পরিদর্শন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জেনারেল জে এন চৌধুরী, কাটজু ভারতের প্রধান বিচারপতি, ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুচেতা কৃপালনী, অজয় মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেন, রাজ্যপাল ধরমবীর, ইন্দিরা গান্ধি, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, তপন শিকদার প্রমুখ। আরও বহু নাম উল্লেখ করা গেল না। বিভিন্ন জেলায় স্বশাসিত সংঘ কাজ করে চলেছে নিরলস ভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংগঠন অত্যন্ত মজবুত, স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্মধারা জারি রেখেছে। এ হেন একটি সংস্থা যারা মাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী শরীর শিক্ষার শিক্ষকদের ট্রেনিং দিয়ে উপযোগী করে দেয়। তবু তারাই রয়ে যায় সরকারের কাছে ব্রাত্য। রাজ্য সরকার প্রতি বছর খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা দেয় বিভিন্ন ক্লাবকে। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ ফুটো কড়িও পায় না। প্রশ্ন হল কেন? তারা কি পাবার যোগ্য নয়? দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি মানুষের সাহায্য নিয়ে জমি কিনে নিজস্ব ভবন নির্মান করেছে। এ বছর শিবির চালনার জন্য ৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। অভিযোগ সরকারি কোন স্তরেই কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। ডিএম, বিডিওরা শিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত হতে বা কার্ডে নাম ছাপাতে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু যারা দেশ গঠনের প্রাথমিক কাজটুকু করে চলেছে দেশের নাগরিক গঠনের জন্য তাদের কাজের কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই। প্রতি বছর শিবির করার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাততে হয় কর্মকর্তাদের। যারা শিবিরে আসেন প্রত্যেকেই অবাক হন এই ভেবে যে এই রকম একটা ঐতিহ্যশালী সংস্থা কেন সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। ডান-বাম সব আমলেই একই ধারা বজায় আছে। ভবন নির্মাণের জন্য এম এল এ, এমপিরা কিছু সাহায্য করলেও প্রতি বছর শিবির পরিচালনার জন্ন কিছুই মেলে না। প্রশাসন নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারে না জানি। আর নেতারা চায় প্রশ্নাতীত আনুগত্য। যুক্তিবাদী, স্বাধীনচেতা, সাংস্কৃতিকমনস্ক, চরিত্রবান মানুষেরা তো কোনও দলের নেতার আজ্ঞাবহ হতে পারে না। তাই ওই রকম মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না নেতারা। তাই জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসংঘের কাজ কর্ম বা স্বাধীনতা উত্তরকালে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গঠনের সহায়ক হয়েছিল আজ পরবর্তী কালে ওই সব চরিত্রবান ছেলে মেয়েরা যদি দলীয় শাসক বিরোধী হয়ে ওঠে তাই কি ভয়? তাই কি সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয় শিক্ষণ শিবিরগুলো।

পরিশেষে বলি সরকারের ঘুম না ভাঙলেও মানুষের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের শ্রীবৃদ্ধি হবেই। কারণ আপামর মানুষ বুঝেছে যে সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ট, পরোপকারী ছেলে মেয়ে চাই সমাজ তবে বাঁচবে আগামী প্রজন্ম। তাই মানুষের গরজে একঝাঁক স্বার্থবুদ্ধিহীন মানুষ এগিয়ে এসে হাল ধরবে সংঘের, কর্মের দাঁড় টেনে উজান বেয়ে ঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেই।

দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার চিদাম মুদি লেন স্থিত 'সোসাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন' 'ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডের'র পরিচালনায় 'বেঙ্গল ব্লাইন্ড ক্রিকেট অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে'র সহযোগিতায় ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি দু' দিন ব্যাপী ভিজুয়াল চ্যালেঞ্জডদের 'ফিফথ ইন্টার স্টেট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে'র আয়োজন হয়েছিল বেহালার অক্সফোর্ড মিশনের সবুজের চাদরে ঢাকা মাঠে। এবারের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে তিনটি রাজ্যের দল। পশ্চিমবঙ্গসহ প্রতিবেশী ঝাড়খন্ডসহ এবারই প্রথমবার এমন টুর্নামেন্টে প্রথমবার অংশগ্রহণকারী দল ত্রিপুরার প্রতিযোগিরা। ১১ ফেব্রুয়ারির সকালে প্রথম বলটি ব্যাটে খেলে টুর্নামেন্টের সূচনা করেন স্থানীয় ১৪ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়। উজ্জ্বল উপস্থিতিদের মধ্যে ছিলেন বেঙ্গল ব্লাইন্ড ক্রিকেট অ্যান্ড স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের খোকন মহারাজ, স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি সুদীপ পোল্লে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ভয়েস অফ ওয়ার্ল্ডের সম্পাদিকা সুবক্তা গার্গী গুপ্ত জানান, আমাদের অর্থবল ভালো হলে আমরা এই সবুজের চাদরে ঢাকা মাঠে আরও কয়েকটি প্রতিবেশী রাজ্যের টিম নিয়ে এসে আরও বড়ো মাপের টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে পারতাম। কিন্তু অর্থবল ও লোকবল না থাকায় প্রতিবারেই আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরাকে হারিয়ে বাংলা টুর্নামেন্টে চাম্পিয়ন হয়। দু'দিন ব্যাপী দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল যাদবপুরের সন্তোষপুরস্থিত সুস্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'অনুভূতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'।

স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এবারও বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লক মাধ্যমিক শিক্ষা সম্প্রসারক সমিতির উদ্যোগে হয়ে গেল ২০১৭ সালের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ১০টি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পরিচালনায় ছিল ধগ্রাম মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র। পছিয়াড়া ফুটবল ময়দানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, বল ছোঁড়া প্রভৃতি ইভেন্ট ছিল এই প্রতিযোগিতায়। অন্যদিকে, সিউড়ী চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন এনসিসি অফিসার কুমার লামা। নবম শ্রেণির ছাত্র সৌম্যজিত দাস নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়াও ছিলেন সিউড়ী চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. পবিত্র দাসবক্সী, প্রাক্তন শিক্ষক বিমান মুখ্যার্জী, শিক্ষক অভিজিত বোস, ক্রীড়া শিক্ষক বৈদ্যনাধ মাঝি।

মানুষের শুভেচ্ছা ও দোয়ায় সুস্থ হয়ে আবার
বক্তব্য রাখবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামী ২রা মার্চ ডায়মন্ড হারবারে

বিশাল জনসভা

সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন আইএনটিটিইউসি-র
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com